NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ৩২ জনের ডিএনএ শনাক্ত

জাপান-ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতিতে ভারত: রঘুবংশী ৭

কলকাতা ১৬ জুন ২০২৫ ২ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.06.2025, Vol.19, Issue No. 7, 8 Pages, Price 3.00

শুভেন্দুর তির

■ রাজ্য পুলিশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'পুলিশ আজ তৃণমূলের পায়ের জুতো হয়ে গেছে। এরা আর আইনরক্ষক নয়; শুধুই শাসকদলের পুতুল।' শনিবার, অর্থাৎ ১৪ জুন রাত ২টো নাগাদ, বাঁকুড়া সদর থানার ওসি সুজয় টুঙ্গার নেতৃত্বে ও খাতড়া থানার সহযোগিতায় এক দল পুলিশ বাহিনী বিজেপির বাঁকুড়া নতুনগঞ্জ জেলা পার্টি অফিসে তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং দপ্তরের কাগজপত্র তছনছ করে বলে অভিযোগ। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, 'ওরা যেন চোর-ডাকাতের মতো আচরণ করেছে। রাতের অন্ধকারে গেট ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে আমাদের বিজেপি কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুলিশ শেষমেশ পিছু হটতে বাধ্য হয়।'

হাসপাতালে সাংসদ

■ সাংসদ এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সেপসিসে আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও সংকটজনক, এবং তাঁকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

তলিয়ে মৃত্যু

■ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে সাঁতার কাটতে নেমে তলিয়ে গেল ১৬ বছরের কিশোর। লেকের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তার। রবিবার সকালে লেকে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল সে। স্থানীয়দের অভিযোগ, লেকের জলে থাকা গাছগাছালিতে তার পা আটকে গিয়েছিল। সেই কারণেই কিশোর জল থেকে উঠে আসতে পারেনি। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এই মৃত্যু।

ভাঙল ব্রিজ

■ মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার চিঞ্চওয়াড় নগর এলাকায় নদীর ওপর একটি লোহার সেতু ভেঙে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় ২০-২৫ জন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে উদ্ধারকারী দল। খরস্রোতা নদীর জলের তোড়ে কয়েক জন ভেসে যাওয়ার শঙ্কা।

শাহরানে শিহরন

তেহরান ও জেরুজালেম, ১৫ জুন: ইরানে অস্ত্র উৎপাদন কারখানা, পরমাণু চুল্লির কাছে বসবাস করেন যাঁরা, তাঁদের সরে যেতে বলল ইজরায়েল। রবিবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনার মুখপাত্র এক্স হ্যান্ডলে এই নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, আবার কি ইরানের পরমাণু কেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালাতে চলেছে ইজরায়েল?

ইরানের তেল মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ইজরায়েলের হামলায় তাদের শাহরান তৈলভাণ্ডারে আগুন লেগে গিয়েছে। ওই ভাণ্ডারে ১১টি তেলের ট্যাঙ্ক রয়েছে। গ্যাসোলিন ভাণ্ডারও রয়েছে সেখানে। আগুন লেগে পর পর বিস্ফোরণ হয় সেই ভাণ্ডারে।

- ইরানের শাহরানে তেলভাণ্ডারে আগুন
- ইরানে অস্ত্র উৎপাদন কারখানা, পরমাণু চুল্লির কাছে বসবাসকারীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ ইজরায়েলের
- ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দপ্তর লক্ষ্য করে হামলা
- শনিবার রাতভর ইরানের ৮০ জায়গায় হামলার দাবি ইজরায়েলের, বাদ পড়েনি পরমাণু কেন্দ্রও
- ইরানে দুই সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার, তাঁরা ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সদস্য বলে দাবি
- ইরানের হানায় ইজরায়েলে মৃত ১৩, আহত ৪০০ জন, ন'জন গুরুতর আহত
- শুক্রবার রাত থেকে ইরানের তরফে ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি ইজরায়েলের

তবে হাত গুটিয়ে বসে নেই ইরানও। ইজরায়েলে তাদের হামলায় কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা প্রচার করছে ইরানের সংবাদমাধ্যম। ইরানের সংবাদমাধ্যম আইএসএনএ (ইরানিয়ান স্টুডেন্টস নিউজ এজেন্সি) জানিয়েছে, শাহরান তেলভাণ্ডারে আগুন লাগলেও, তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে আগেই। সেখান থেকে তেল সরবরাহের কাজ চলছে।

ইরানের তরফে জানা গিয়েছে, ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দপ্তর লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েল। মধ্য ইরানের ইসফাহানে এই সদর দপ্তর অবস্থিত। ইজরায়েল সেনার দাবি, শনিবার রাতভর ইরানের ৮০ জায়গায় হামলা চালিয়েছে তারা। পরমাণু কেন্দ্রও বাদ পড়েনি। ইরান পুলিশ জানিয়েছে, আলবোরজ প্রদেশে দুই সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার হয়। তাঁরা ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রবিবারের হামলার আগে ইরান কোনও ভাবেই পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। যদিও পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ থামাতে আলোচনার কথাও বলেছেন জার্মান চ্যান্সেলর। এর আগে ব্রিটেনও ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় আরও যুদ্ধবিমান এবং যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার।

এদিক, ইরান-ইজরায়েলের সংঘর্ষে মধ্য প্রাচ্যে উত্তাপ বাড়ছে। শনিবারও মধ্য রাতে দুই দেশ নতুন করে একে অপরের ওপরে আঘাত হেনেছে বলে জানা গিয়েছে। ইজরায়েল সেনা দাবি করেছে, ধারাবাহিক ভাবে ইরানের তেহরানে পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করা হয়েছে। নিশানায় ছিল ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দপ্তর ও এসপিএনডি পরমাণু প্রজেক্টের সদর দপ্তরও। এছাড়াও ইরান যেখানে যেখানে পরমাণু শক্তির সংরক্ষণ করেছে সে সব জায়গাগুলিও ইজরায়েলের লক্ষ্য ছিল, দাবি সে দেশের সেনার।

ইজরায়েলি হানায় জ্বলছে তেহরানের নিকটবর্তী শাহরানের তেলভাণ্ডার।

ইরানকে হুঁশিয়ারি আমেরিকার, কথা চায় জার্মানি-ফ্রান্স-ব্রিটেন

ওয়াশিংটন, ১৫ জুন: ইরান যদি কোনও ভাবে আমেরিকাকে নিশানা করে, তা হলে এমন প্রত্যাঘাত করা হবে, যা আগে হয়নি। এই ভাষাতেই ইরানকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার সকাল থেকে ইরানকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। সেই আক্রমণকে কার্যত সমর্থন জানিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ট্রাম্প। জানিয়েছিলেন, আগে থেকেই গোচরে থাকা এই হামলা তিনি ঠেকানোর চেষ্টা করলেও, ইরানের অনড় মনোভাবে তা সম্ভব হয়নি। এর পরই ইরান ও আমেরিকার মধ্যে হুঁশিয়ারি-পালটা হুঁশিয়ারির পর্ব শুরু হয়েছে। রবিবার ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'ইরানে যে হামলা হয়েছে, তা নিয়ে আমেরিকার কিছুই করার ছিল না। যদি আমাদের ওপর কোনও পথে, কোনও ভাবে ইরান হামলা চালায়, তা হলে আমেরিকার সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, যা আগে দেখা যায়নি।' এর সঙ্গেই তিনি দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা করানোর প্রস্তাবও দিয়ে রেখেছেন। ট্রাম্পের কব্য, 'ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে অনায়াসে আমরা একটা চুক্তি করাতে পারি, এই সংঘাতে ইতি টানতে পারি।' রবিবার সমাজমাধ্যমে আরও একটি পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, 'ইরান ও ইজরায়েলের বোঝাপড়ায় আসা উচিত এবং তারা সেটা করবেও।'

উল্লেখ্য, খবরে জানা যায়, ইরানে ইজরায়েলের এই হামলার ঠিক আগে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে অনেক ক্ষণ কথা বলেছিলেন নেতানিয়াহু। ট্রাম্প তখনই জানিয়ে দেন, ইজরায়েল হামলা চালালে আমেরিকা বাধা দেবে না। শনিবার ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে সমর্থন করে এ-ও জানিয়েছিলেন, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ইস্যুতে কূটনীতি এবং আলোচনার জন্য ইরানকে ৬০ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবারই সেই সময় পেরিয়ে যাওয়ায় ইজরায়েল ইরানের উপর হামলা চালিয়েছে। ইরানও অবশ্য থেমে থাকেনি। ইজরায়েলে পালটা হামলা চালানোই শুধু নয়, শনিবার তারা আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সকেও হুমকি দেয়। বলে, ইজরায়েলকে সাহায্য করলে তাদের সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা হবে। রবিবার ওমানে আমেরিকার সঙ্গে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তাতেও 'না' বলে দেয় ইরান। এর পরই ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প জানালেন, ইজরায়েল যে হামলা শুরু করেছে, তা নিয়ে তাঁর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু ইরান আমেরিকার উপর প্রত্যাঘাত করলে ছেড়ে কথা বলবে না।

উলটো দিকে, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন দ্রুত ইরানের সঙ্গে বৈঠক করে সমাধানসূত্র বার করতে চায় বলে জানিয়েছেন জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়েডফুল। তবে ওই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় যে শুধুমাত্র তেহরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে ওমানে থাকা পশ্চিম এশিয়া সফররত জার্মান বিদেশমন্ত্রী ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন। জার্মানির সরকারি সংবাদমাধ্যম 'এআরডি'কে তিনি জানান, ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করছে জার্মানি। তাঁর বক্তব্য, আগেও গঠনমূলক আলোচনায় বসার সুযোগ পেয়েছিল তেহরান। কিন্তু সেই সুযোগ তারা কাজে লাগায়নি। তবে এখনও আলোচনায় বসার সময় রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন তৈরি রয়েছে। তাদের আশা, ইরান দ্রুত পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গে আলোচনায় বসবে। তাঁর বক্তব্য, ইরান যাতে ইজরায়েল, পশ্চিম এশিয়া বা ইউরোপের জন্য কোনও বিপদ ডেকে না আনে, শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইরান এবং ইজরায়েলের ওপর সকল পক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারলেই একমাত্র এই সংঘর্ষ বন্ধ হবে।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলাই গুরুত্বপূর্ণ মোদী-সফরে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাইপ্রাস, কানাডা এবং ক্রোয়েশিয়া সফরে পাঁচ দিনের জন্য রওনা হয়েছেন রবিবার। বিমানে ওঠার আগে প্রধানমন্ত্রী রবিবার জানিয়েছেন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির আমন্ত্রণে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর আগামী সফরের বিভিন্ন বৈঠকে সন্ত্রাসদমনের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মোদী। পহেলগাঁও-কাণ্ডের পরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে যে সব দেশকে পাশে পেয়েছেন, তাঁদের তিনি ধন্যবাদ জানাতে চান বলেও জানিয়েছেন মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই তিন দেশ সফর সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে ভারতের প্রতি অবিচল সমর্থনের জন্য দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানানোর একটি সুযোগ।' সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী বোঝাপড়া জোরদার করারও একটি সুযোগ বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে জি৭ বৈঠকের আসর বসছে কানাডায়। কয়েকদিন আগেই এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। রবিবার প্রথমে সাইপ্রাসে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডোলিডেসের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়া অন্য বিশিষ্টজনেদের সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা রয়েছে। মোদী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে সাইপ্রাস এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী। তাঁর এই সফর ভারতের সঙ্গে সাইপ্রাসের বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনে আরও মজবুত করবে বলে আশাবাদী মোদী।

আজ সাইপ্রাস থেকেই কানাডার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা মোদীর। বুধবার পর্যন্ত সেখানেই থাকবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, কানাডায় জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। এই সম্মেলন বৈশ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ বলে মনে করছেন তিনি। এটি হবে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর টানা ষষ্ঠ অংশগ্রহণ।

শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জি৭ দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত দেশগুলির প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শীর্ষ সম্মেলনের সময় তিনি বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন। তাঁর সফরের শেষ পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্রোয়েশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচের আমন্ত্রণে ১৮ জুন ক্রোয়েশিয়ায় একটি সরকারি সফর করবেন। এটি হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্রোয়েশিয়ায় প্রথম সফর।

উল্লেখ্য, কার্নের পূর্বসূরি জাস্টিন ট্রুডোর জমানায় খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদে কানাডার মদত ঘিরে নয়াদিল্লি এবং অটোয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল। কার্নে অবশ্য ক্ষমতায় এসেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা দেন।

উত্তরাখণ্ডে ভেঙে পড়ল কপ্টার, মৃত ৭

দেরাদুন, ১৫ জুন: কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পরে রবিবার চারধাম যাত্রা রুটে হেলিকপ্টার পরিষেবা দু'দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন সকালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পাইলট-সহ সাতজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন উত্তরাখণ্ড মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উত্তরাখণ্ড জুড়ে হেলিকপ্টার চলাচলের ক্ষেত্রে এসওপি (স্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর) জারি করছে তাঁর দপ্তর। এছাড়াও হেলিকপ্টারের যান্ত্রিক খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন ধামি।

তিনি বলেন, আবহাওয়া খারাপ থাকায় এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়ায় হেলিকপ্টার পরিষেবা দু'দিনের জন্য স্থগিত থাকবে। ধামি আরও বলেন, রাজ্যে হেলিকপ্টার পরিচালনায় ডিজিসিএর নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনও শিথিলতা থাকা উচিত নয়। হিমালয় অঞ্চলে পাইলটদের চলাচলের অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করা উচিত। তিনি আরও জানান, 'রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। এসডিআরএফ, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমি সকল যাত্রীর নিরাপত্তার জন্য বাবা কেদারের কাছে প্রার্থনা করছি।'

উত্তরাখণ্ডে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় সেটির যাত্রীদের জন্য প্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, 'আজ সকালে আর একটি বেসামরিক আকাশযান দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এটা খুব দুঃখজনক বিষয়। এবার দুর্ঘটনা হয়েছে উত্তরাখণ্ডে, কেদারনাথ-গৌরীকুণ্ড- গুপ্তকাশী অঞ্চলে। হেলিকপ্টারে একটি শিশু এবং পাইলট সহ ৭ জন আরোহী ছিলেন। সংবাদমাধ্যম ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে। উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান চলছে। আমি আকাশযানে থাকা প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছি।'

কেদারনাথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পরে উদ্ধারকাজে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

জানা গিয়েছে, কেদারনাথ ধামের কাছেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুপ্তকাশী যাচ্ছিল কপ্টারটি। ভোর ৫টা নাগাদ ৫ জন যাত্রী ও পাইলটকে নিয়ে ওড়ে কপ্টারটি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তা নীচে নামতে শুরু করে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাড়ে ৫টা নাগাদ গৌরিকুণ্ড ও ত্রিযুগীনারায়ণের মাঝে গভীর জঙ্গলে ভেঙে পড়ে কপ্টারটি। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণেই হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়েছে।

দুর্ঘটনায় ২৩ মাস বয়সী এক শিশু-সহ ৭ জন নিহত হন। শিশুটি ছাড়াও নিহতদের মধ্যে আছেন রাজকুমার সুরেশ জয়সওয়াল (৪১), শ্রদ্ধা সুরেশ জয়সওয়াল (৩৫), বিক্রম সিং রাওয়াত (৪৬), পাইলট ক্যাপ্টেন রাজীব, বিনোদা দেবী (৬৬) এবং তুষ্টি সিং (১৯)। সমস্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধারকাজে নামে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ।

অবশেষে শনাক্ত রুপানির মরদেহ

আমদাবাদ, ১৫ জুন: ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করা গেল গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানির দেহ। বিমান দুর্ঘটনার পর মৃতদের দেহ চিহ্নিত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যাত্রীদের পরিবারের সদস্যদের ডিএনএও সংগ্রহ করা হয়েছিল আগেই। রবিবার সেই পরীক্ষাতেই চিহ্নিত করা গিয়েছে বিজয় রুপানির দেহ। দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিজয় রুপানিও। একাধিক যাত্রীর শরীর রীতিমতো ঝলসে গিয়েছিল

আগুনে। তাঁদের চেনা যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে দেহ শনাক্তকরণের পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল। বিজয় রুপানির ডিএনএ মেলানোর প্রক্রিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে। ফলে আমদাবাদে এয়ার

■ এরপর ২-এর পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জমি বিক্রয়

আমার মক্কেল **পূর্ণ মান্ডি** পিতা চুঁই মান্ডি সাকিম পার্ব্বতীপুর উত্তরপাড়া, পোঃ দ্বারহাট্টা, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৩, মহাশয়ের জেলা হুগলী, থানা জাঙ্গীপাড়ার সামিল, জে.এল. নং ৪৬, মৌজা পার্ব্বতীপুর, হাল এল.আর ১৬, ৯৭০, ১১৮২ নং খতিয়ানে, ৩৫১/১০০০ নং দাগে, শুনা জমি, ষোল আনায় ২১ শতক সম্পত্তি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা বর্তমান এল.আর জরিফে মক্কেলের নিজ নামে নথিভুক্ত রহিয়াছে। মক্কেলের অভাব অনটন থাকার কারনে উক্ত সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিতে চান। তাহাদের সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কাহারো ক্রয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মক্কেল পূর্ণ মান্ডি পিতা চুঁই মান্ডি, মহাশয়ের সহিত, মোবাইল - ৯৭৩৫২৪৬৯৩৩ নম্বরে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। যদি কোনো সহজাতী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন তা হইলে তিনি অন্য সহজাতী কে বিক্রয় করিবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, কাবারীপাড়া নিবাসী **১)বেলারানী নন্দী, ২)মলয় কুমার নন্দী, ৩)অজয় কুমার নন্দী** ও প্রিয়নগর নিবাসী **৪)শুভ্রা চ্যাটার্জ্জী** স্বামী প্রবীর চ্যাটার্জ্জী ১ এর স্বামী ২ হইতে ৪ এর পিতা কাশীনাথ নন্দী, মহাশয়/মহাশয়াগণ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিটি ১ এর পুত্র ও ২ হইতে ৪ এর ভ্রাতা **শ্রী অসীম কুমার নন্দী**, পিতা মৃত কাশীনাথ নন্দী, সাকিম – কাবারীপাড়া, চন্দননগর , হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশিল** – জেলা - হুগলী, থানা – মগরা , মৌজা – বাঁশবেড়িয়া, জে. এল. নং – ৫৩, আর.এস. – ১৫৯৬ নং ও হাল এল.আর. ৩৩০ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. – ১৯৪৫ নং ও হাল এল.আর ৩০১৬ নং দাগে শালি জমির পরিমান ০.০১১৮ একর সম্পত্তি ও আর.এস. – ১৯৪৬ নং ও হাল এল.আর ৩০১৭ নং দাগে শালি জমির পরিমান ০.০৪১ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী অসীম কুমার নন্দী** তাহার প্রাপ্ত ০.০৪১ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৩৪ একর সম্পত্তি (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I - ৫২০০/১৯৯০ নং দলিলে ৯৬ এ ঝাপপুকুর নিবাসী **১)তপন কুন্ডু ২)স্বপন কুন্ডু ৩)সমীর কুন্ডু** ১ হইতে ৩ নং পিতা সুনীল কুমার কুন্ডু মহাশয়কে বিক্রয় করেন ও তৎপরে তাহার প্রাপ্ত বক্রী ০.০০৭ একর সম্পত্তি ও ০.০১১৮ একর সম্পত্তি (D.S.R.-I, HOOGHLY) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I– ২৫১৫/১৯৯৫ নং দলিলে ঝাপপুকুর নিবাসী **শ্রী সুনীল কুমার কুন্ডু**,পিতা – নিশিকান্ত কুন্ডু মহাশয়কে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিক্রীত সম্পত্তিটির বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **স্বপন কুন্ডু**, (ক্রেতা)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মুসাম্মত সামসুননিহার** স্বামী মহম্মদ ইউসুফ, **২)মুসাম্মত নুরনিহার বিবি** স্বামী সেখ আজিজুল রহমান, **৩)মুসাম্মত লুতফননেশা বিবি** স্বামী মরহুম কাশেম হালদার, **৪)মুসাম্মত হাজেরা বিবি** স্বামী মরহুম সেখ সানোয়ার আলী সকলের সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৬/০৪/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-51/ 2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**সেখ হাসান আলী** পিতা মরহুম সেখ সানোয়ার আলী সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2552/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ইয়াসমিন খাতুন** পিতা সেখ কোরবান আলি, সাকিম পান্ডুয়া রওজাপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯ মহাশয়াকে ৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৫৮৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩৮ নং দাগে, নোংড়া নামক পুকুর ষোল আনায় ২৯২ শতকের মধ্যে হাল পরচায় জলকর ও পাড় সহ ০.০৭০৩ অংশে কমবেশী ২০.৫২ শতক মধ্যে জলকর বাদে কেবল মাত্র পুকুরপাড়ের অংশে ভিটি যোগ্য ফাঁকা জায়গা ১৮.২০ শতক তন্মধ্যে ৪.১৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **ইয়াসমিন খাতুন** পিতা সেখ কোরবান আলি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সেখ হাসান আলী** (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জমি বিক্রয়

আমার মক্কেল **বলরাম সিধু**, পিতা ৺কাঞ্চন সিধু, সাকিম খুঁড়িগাছি, পোঃ দিলাকাশ, থানা জাঙ্গীপাড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৪ মহাশয়ের জেলা হুগলী, থানা জাঙ্গীপাড়ার সামিল, জে.এল. নং ৫৬, মৌজা কালুবাটী ভগবতীপুর, হাল এল.আর ২০০২ নং খতিয়ানে, ক)১১৬৩/১৪২২ নং এল.আর. দাগে, শালি জমি, ষোল আনায় ১ একর ১৫ শতকের মধ্যে ০.০২০৯ অংশে ০২ শতক, এবং উক্ত থানা, জে.এল., মৌজা, ও খতিয়ানের অন্তর্গত খ)১১৬২/১৪২০ নং এল.আর. দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ৬৫ শতকের মধ্যে ০.০৪১৬ অংশে ০২ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ০৪ শতক শালি জমি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা বর্তমান এল.আর জরিফে মক্কেলের নিজ নামে নথিভুক্ত রহিয়াছে। মক্কেলের অভাব অনটন থাকার কারনে উক্ত সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিতে চান। তাহাদের সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কাহারো ক্রয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মক্কেল বলরাম সিধু, পিতা ৺কাঞ্চন সিধু, মহাশয়ের সহিত, মোবাইল - ৯৭৩২৭৮৭৭৪৪ নম্বরে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। যদি কোনো সহজাতী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন তা হইলে তিনি অন্য সহজাতী কে বিক্রয় করিবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)গোরা চাঁদ ঘোষ** পিতা ৺কালীপদ ঘোষ সাকিম উত্তরখন্ড, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, **২)মহম্মদ দিলোয়ার হোসেন সরকার** পিতা মোজাফফার হোসেন সরকার, সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়গণ বিগত ইং ১০/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে যথাঃ I-2155/ 2023 ও I-2161/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী শ্যামল বিশ্বাস** পিতা ৺অরুন বিশ্বাস সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0006/ 2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সুধীর রায়** পিতা ৺অপি রায় ও **২)দেবযানী রায়** স্বামী সুধীর রায়, সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়/মহাশয়াকে ২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা চাঁপাহাটী, ৫২ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ৭৩ তথা হাল এল.আর ২৬১১ নং খতিয়ানে, সাবেক ২২৬ তথা হাল এল.আর. ৩৬০ নং দাগে, শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ০৭ শতক তন্মধ্যে ০.৪০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)সুধীর রায়** পিতা ৺অপি রায় ও **২)দেবযানী রায়** স্বামী সুধীর রায়, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী শ্যামল বিশ্বাস** (আমমোক্তার)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ আমরুল্লা** পিতা মরহুম আব্দুল গনি সাকিম নমাজগ্রাম দক্ষিণপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ১৭/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-189/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**সেখ মাসুম** পিতা মুজিদ সেখ, সাকিম সেখপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2597 /2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী নারায়ন মান্ডি** পিতা সোম মান্ডি, সাকিম খৈপাড়া, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **এবং ২)শ্রীমতী জ্যোতি মন্ডল** পিতা বিনয় মন্ডল, সাকিম অনাদিনগর, হরিপদ চ্যাটার্জ্জী রোড, কৃষ্ণনগর ১, নদীয়া-৭৪১১০১, উভয়ের হাল সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণকে ৪.১৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৫৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৩৮ নং দাগে, পুকুরের জলকর বাদে কেবল মাত্র পুকুরপাড়ের অংশে বর্তমানে ভিটি যোগ্য ফাঁকা জায়গা ষোল আনার মধ্যে ০.০৬২৫ অংশে কমবেশী জলকর সহ পাড় মোট ১৮.২৫ শতক হইতে জলকর বাদে কেবল মাত্র পাড় যাহা ৪.১৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)শ্রী নারায়ন মান্ডি** পিতা সোম মান্ডি, ও **২)শ্রীমতী জ্যোতি মন্ডল** পিতা বিনয় মন্ডল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সেখ মাসুম** (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৯৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই জুন, ১ লা আষাঢ়। সোমবার । পন্ঞ্চমী তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় র প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজেপিকে দোষ দিয়ে রাজনীতির ফায়দা তুলতে চাইছে তৃণমূল: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মন্ত্রীর বর বাজার করতে গিয়ে র‍্যাফের হাতে মার খেয়েছে, তাতে বিজেপির কী করার আছে?' একরাশ ক্ষোভে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, 'নিজেরা মারপিটের পরিস্থিতি তৈরি করবে, আর তারপর বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবে, এটা আর কতদিন চলবে?' সুকান্ত আরও বলেন, 'ওই ঘটনায় বিজেপি কিছু করেনি। র‍্যাফের সঙ্গে কী হয়েছিল, কেন হয়েছিল, তা প্রশাসনের বিষয়। অথচ তৃণমূল নেতারা বারবার বিজেপিকে জড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাদের দলের কোনও কর্মী বা নেতা সেখানে উপস্থিত ছিল না। তা সত্ত্বেও বিজেপিকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে।' তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'তৃণমূলকে বলছি, যদি আপনারা প্রমাণ দিতে পারেন যে বিজেপি মারধর করেছে, তাহলে সামনে আনুন। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, আমাদের কাছে ভিডিও প্রমাণ রয়েছে যে র‍্যাফের মুখে পড়েই মন্ত্রীর বর মার খেয়েছে। ওটা আইন-শৃঙ্খলার ইস্যু, রাজনীতির নয়।' এই মন্তব্যের মাধ্যমে রাজ্য রাজনীতিতে ফের উত্তাপ বাড়ালেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, 'শাসক দল নিজের দোষ ঢাকতে বিজেপিকে ব্যবহার করছে। কিন্তু আমরা চুপ করে বসে থাকব না। গণতন্ত্র ও আইনের পথে এর মোকাবিলা করব।'

অবশেষে শনাক্ত রুপানির মরদেহ

প্রথম পাতার পর

ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের দেহ তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলেও,গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানির দেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিতে দেরি হয়।

এদিকে, আমদাবাদে পাখির ধাক্কা বিমানটি ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ, সে সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার তদন্তের জন্য ভারত সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করেছে, তিন মাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা আমদাবাদের ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তদন্ত দলের সদস্যরাও। তবে তদন্তে কী কী উঠে এসেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

তদন্তকারী দলটি মূলত তিনটি সম্ভাবনার দিকে নজর রেখেছে বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর। প্রথমত, বিমানের ইঞ্জিন থ্রাস্টে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমান রানওয়ে ছাড়ার পর যে বল তাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে এবং সামনের দিকে এগিয়ে দেয়, সেটাই থ্রাস্ট। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির পাইলট শেষ মুহূর্তে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং বিপদবার্তা (মে ডে কল) পাঠিয়েছিলেন। একটি অডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, থ্রাস্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিমান নীচের দিকে নামছে। এই অডিয়ো তদন্তকারীদের কাজে লাগতে পারে। এছাড়া, বিমানটির ডানায় কোনও সমস্যা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আকাশে বিমানকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে ফ্ল্যাপ নামে একটি অংশ, যা ডানার পিছনের দিকে থাকে। রানওয়ে ছাড়ার পর সেখানে কোনও ত্রুটি ছিল না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিমান দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দরের ৫৯ সেকেন্ডের একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, রানওয়ে ছেড়ে ওঠার পর ১৭ সেকেন্ডের মধ্যে বিমানটি ওপরে ওঠা বন্ধ করে দেয়। কয়েক সেকেন্ড সামনের দিকে এগিয়ে নীচে নেমে যায়। বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার দীর্ঘক্ষণ খোলা ছিল। কেন ল্যান্ডিং গিয়ার সময়ে বন্ধ হয়নি, সেখানে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল কি না, তা-ও দেখছেন তদন্তকারীরা।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ার পরেই রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে তুরস্কের দিকে আঙুল উঠেছে। তা উড়িয়ে তুরস্কের পাল্টা দাবি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের ছিল না। তুরস্কের 'ডিরেক্টরেট অফ কমিউনিকেশন সেন্টার ফর কাউন্টার ডিস ইনফরমেশনে'র তরফে দাবি করা হয়েছে, যে বিমানটি ভেঙে পড়েছে, সেটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল না তাদের সংস্থা 'টার্কিশ টেকনিক'।

ভিড় কমাতে দমদম-ক্যান্টনমেন্ট বনগাঁ শাখায় ৫টি নতুন ইএমইউ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলা শহরগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী পরিষেবা নিশ্চিত করতে শিয়ালদা ডিভিশনের উপনগরীয় ইএমইউ ট্রেন পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে ও দৈনন্দিন যাত্রায় আরামদায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে এবার দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বনগাঁ শাখায় পাঁচটি নতুন ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিয়ালদা ডিভিশন। সোমবার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে পরিষেবাগুলি চালু হচ্ছে। মূলত সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের ভিড় কমানো এবং যাতায়াতের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও উন্নত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। নতুন চালু হওয়া ৫টি ইএমইউ ট্রেনের সময়সূচিগুলি হল, বারাসত-দমদম ক্যান্টনমেন্ট (বিশেষ ইএমইউ) ট্রেনটি বারাসত থেকে ছাড়বে সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছাবে সকাল ৯টা ১৬ মিনিটে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট-বারাসত (বিশেষ ইএমইউ) ট্রেনটি দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে। বারাসত পৌঁছাবে সকাল ১০টা ১২ মিনিটে। বারাসত-দমদম ক্যান্টনমেন্ট (বিশেষ ইএমইউ) ট্রেনটি বারাসত থেকে ছাড়বে বিকেল ৫টা ৩৭ মিনিটে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছাবে বিকেল ৬টা ৩ মিনিটে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট-বনগাঁ (বিশেষ ইএমইউ) দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২৬ মিনিটে। বনগাঁ পৌঁছাবে রাত ৮টা ৮ মিনিটে। বনগাঁ-বারাসত (বিশেষ ইএমইউ) বনগাঁ থেকে ছাড়বে রাত ৮টা ২০ মিনিটে। বারাসত পৌঁছাবে রাত ৯টা ২৬ মিনিটে। এই নতুন ট্রেন পরিষেবাগুলি শিয়ালদা বিভাগের যাত্রীদের জন্য যেমন স্বস্তিদায়ক হবে, তেমনি উপনগরীয় রেলপথের যাত্রাপথও হবে আরও সুরক্ষিত ও নিরবচ্ছিন্ন, এমনটাই আশা রেল কর্তৃপক্ষের।

হাওড়া স্টেশনে চার কিশোরকে উদ্ধার করল আরপিএফ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক বিশেষ তৎপরতার অঙ্গ হিসেবে হাওড়া দক্ষিণ শাখার রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) একটি চমৎকার ও সময়োচিত অভিযান চালিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে চার নাবালককে পাচারের হাত থেকে রক্ষা করল। ১২ জুন রাতে দক্ষিণ দিকের নতুন কমপ্লেক্সে (প্ল্যাটফর্ম নম্বর ২১) সন্দেহজনকভাবে বসে থাকা চার কিশোর এবং দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে চিহ্নিত করেন হাওড়া দক্ষিণ পোস্টের সাব-ইনস্পেক্টর সোনু কুমার এবং তাঁর সঙ্গী এনজিও কর্মীরা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদেই জানা যায়, ধৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি সৌরভ মাজি পূর্ব বর্ধমান বাসিন্দা ও আরেকজন রিয়াজ শেখ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। নাবালকদের মুম্বই ও বেঙ্গালুরু-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিশু শ্রমে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া কিশোররা নিজেরাই স্বীকার করে নেয়, তাদের শ্রমিক হিসেবে কাজে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কিশোরদের নাম যথাক্রমে আয়ন বাগ, হিরণ গড়াই, তুহিন মণ্ডল, রাবিউল শেখ। ধৃত দুই পাচারকারীকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করে হাওড়া জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, শিশু পাচার ও শ্রমিক হিসেবে নাবালকদের কাজে লাগানোর মতো অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের জিরো টলারেন্স নীতি আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

'ইভোসিডেনিব' উন্মোচন করল সার্ভিয়ার ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সার্ভিয়ার ইন্ডিয়া ভারতের বাজারে 'ইভোসিডেনিব' উন্মোচন করল। শীর্ষস্থানীয় ফরাসি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সার্ভিয়ার গ্রুপ-এর সহযোগী সংস্থা সার্ভিয়ার ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে, 'ইভোসিডেনিব' নামক ওষুধটি ভারতে চালু করা হয়েছে। এটি একটি মুখে খাওয়ার মতো লক্ষ্যভিত্তিক থেরাপি, যা আইডিএইচ১ মিউটেশনযুক্ত অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়া (এএমএল) এবং কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সার্ভিয়ার ইন্ডিয়া ২০২৫ এর ১৪ মে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের থেকে এই ওষুধ আমদানি, বিক্রি এবং বিতরণের অনুমোদন পেয়েছে। অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়া (এএমএল) একটি জটিল রক্তসম্পর্কিত ক্যানসার। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতে এএমএল আক্রান্ত মাত্র ৪০ শতাংশ রোগী যথাযথ চিকিৎসা পান। রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এবং সংক্রমণের কারণে মৃত্যুহার অনেক বেশি। কোলাঞ্জিওকার্সিনোমা হল বিরল টিউমার, যা পিত্তনালী থেকে উৎপত্তি হয়। উপসর্গহীন থাকার কারণে এই রোগ সাধারণত তখনই ধরা পড়ে, যখন তা অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এই ঘোষণা ভারতের দুর্লভ ও কঠিনতর ক্যানসারের চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নির্দেশ করে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ অপূরণীয় চিকিৎসাগত চাহিদার সমাধান করতে সহায়তা করবে।

এই উপলক্ষে সার্ভিয়ার ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. ওরেলিয়াঁ ব্রেটন বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল অনকোলজি চিকিৎসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন রোগীদের জন্য উদ্ভাবনী ও নির্ভুল ওষুধ পৌঁছে দেওয়া যায়।'

সার্ভিয়ার ইন্ডিয়ার মেডিক্যাল অ্যান্ড পেশেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর ডঃ প্রণব সোপোরি বলেন, 'এই থেরাপিটি এএমএল (অ্যাকিউট মায়েলয়েড লিউকেমিয়া) এবং কোলাঞ্জিওকার্সিনোমার চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাগত বিকল্প হিসেবে কাজ করে।' চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সার্ভিয়ার ইন্ডিয়ার কমার্শিয়াল ডিরেক্টর শ্রীমতি প্রতিমা ত্রিপাঠী বলেন, 'আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার হল এই থেরাপিটি যাতে সারা ভারতের রোগীদের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী হয় তা নিশ্চিত করা।'

সুন্দরবনে শিক্ষা বিস্তারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনের গরীব ও পিছিয়ে পড়া গ্রাম গুলিতে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সংঘ পরিচালিত সুন্দরবন এলাকার ৪০টি স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে শুরু হয় শিক্ষক সম্মেলন। বালিগঞ্জে সংঘের প্রধান কার্যালয়ে এই সম্মেলনের সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী সংঘাত্মানন্দ, স্বামী মহাদেবানন্দ ও স্বামী স্বাগতানন্দ। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন স্বামী প্রনবানন্দ চেয়েছিলেন গরীব মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নয়ন। সেই লক্ষেই এগিয়ে চলেছে সংঘ।

শিল্পপার্ক বৃদ্ধিতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্প পার্ক তৈরির সম্ভাবনা বাড়াতে প্রস্তুত রাজ্য সরকার। চাহিদা থাকলে প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য আলাদা পার্ক গড়ে তোলার পথও খুলে রাখতে চায় নবান্ন। কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত 'ডিফেন্স এমএসএমই ম্যানুফ্যাকচারার্স ফোরাম'-এ একথা জানালেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আপনাদের প্রয়োজনীয়তা জানতে আমরা রাউন্ড-টেবল আলোচনা করতে চাই। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০টি শিল্প পার্ক তৈরি হয়েছে রাজ্যে বাঁটালায় লেদার পার্ক, হাওড়ায় হোসিয়ারি পার্ক, তৈরি হচ্ছে একটি রাবার পার্কও। এর বাইরে আরও শিল্প পার্ক তৈরির সুযোগ রয়েছে। যদি প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য চাহিদা থাকে, তা হলে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

গাছের গায়ে পেরেক, নিঃশব্দে মৃত্যুর দিকে হাঁটছে প্রাণ

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

সকালবেলা হাঁটতে বেরিয়ে সৈকতবাবুর চোখে পড়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য। ফুটপাতের ধারে এক পুরনো কড়ই গাছের গায়ে ঝুলছে চকচকে এক ব্যানার। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। কিন্তু সেটুকুই নয়, ব্যানারটা আটকে আছে একাধিক লোহার পেরেকে। যেন গাছটার বুক চিরে গাঁথা হয়েছে স্বার্থপরতার ছুরি।

মাত্র কদিন আগেই তো সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বাংলার প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে বৃক্ষরোপণের ছবি পোস্ট হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মন্ত্রী-মন্ত্রীরা হাতে কোদাল, পায়ে মাটি, সবই ধরা পড়েছে ক্যামেরার ফ্রেমে। বারবার বলা হয়েছে, পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে গাছ লাগাতেই হবে। কিন্তু গাছ বাঁচানোর কথা কে ভাবছে? আসলে গল্পটা এখানেই শেষ নয়। শুধু গাছ লাগালেই তো হবে না, গাছকে বাঁচাতেও হবে। অথচ সেই দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরাই যেন অবহেলার খাঁচায় আটকে ফেলেছেন পরিবেশকে। ফুটপাথের ধারে যেসব গাছ বছরভর ছায়া দেয়, গ্রীষ্মের দাবদাহে পথচলতি মানুষকে একটু স্বস্তি দেয়;সেই গাছই আজ প্রচারের শিকার। কেউ ব্যানার লাগাচ্ছেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে, কেউ রাজনৈতিক দলের সভা প্রচারে। যেন গাছটা শুধুই একটা 'হোল্ডিং বোর্ড', আর কিছু নয়। বাঙালির গর্ব, বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আজ থেকেও নেই। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন, গাছের প্রাণ আছে, গাছ ব্যথা পায়। আজ তাঁর সেই আবিষ্কার যেন উপহাসের শিকার। কোন ব্যথায় কাঁদে গাছ, তা কে বোঝে? একটি একটি করে গাছ শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। কেউ জানতে চায় না কেন সেই গাছটা হঠাৎ মারা গেল। কারণ কেউ জানতেই চায় না যে পেরেক মেরে, রঙিন ফেস্টুন লাগিয়ে, মানুষ নিঃশব্দে খুন করছে গাছকে। এই দৃশ্য দেখে ব্যথিত হয়ে পড়েন পরিবেশ প্রহরী সংগঠনের সভাপতি শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'গাছের গায়ে পেরেক মারা এক মারাত্মক অপরাধ। এর বিরুদ্ধে সচেতনতা জরুরি। সবাইকে বুঝতে হবে, এই গাছই আমাদের অক্সিজেন দেয়। প্রাণ দেয়। আর সেই প্রাণকে আমরা প্রতিনিয়ত মেরে ফেলছি।' পথচারী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একেবারে সরল, কিন্তু স্পষ্ট, 'প্রশাসন আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যদি একটু নজর দেয়, এই অপরাধ বন্ধ হতেই পারে। গাছে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ হোক। গাছের গায়ে পেরেক নয়, বরং ভালবাসা লাগুক। সত্যিই তো, গাছ কি চায় ব্যানার? ওরা তো নিঃশব্দে শুধু ছায়া দেয়, প্রাণ দেয়, আশ্রয় দেয় পাখিদের। আর আমরা, এই সভ্যতার দাবিদার মানুষ, তাদেরই বুক ছিঁড়ে বসাচ্ছি বিজ্ঞাপনের পেরেক! এই গল্পে কে দোষী? সেই ফ্লেক্স লাগানো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান? রাজনৈতিক কর্মীরা? না কি আমরা সবাই, যারা দেখে চুপ করে থাকি?' শেষ প্রশ্নটা আমাদের সবার উদ্দেশে গাছ বাঁচলে তবেই তো বাঁচবে আমাদের ভবিষ্যৎ। এইখানেই থামলে চলবে না। সচেতনতা হোক, প্রতিবাদ হোক আর যেন না মারি গাছের প্রাণ। ব্যানারের পেরেক নয়, গাছের গায়ে লাগুক কেবল নিঃশব্দ ভালোবাসার ছোঁয়া।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ জুন ২০২৫, ১ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার

বাবা সাইকেল চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের। ফাদার্স ডে উপলক্ষে ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

২৬ বিধায়কের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক সুনীল বনসলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের ২৬ জন বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে শনিবার আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করলেন দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। বঙ্গ-বিজেপির বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক সূত্রে বাঁধা যে সহজ কাজ নয়, সেটা কলকাতায় এসে বিলক্ষণ টের পেয়েছেন বনসলও।

২৬-এর বিধানসভা ভোটের প্রার্থী ঝাড়াই-বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এ রাজ্যে বিজেপি বিধায়কের সংখ্যা এই মুহূর্তে কমে হয়েছে ৬৫। তাহলে কেন ২৬ জনের সঙ্গে বৈঠক করলেন বনসল? সূত্রের খবর, সবাই নন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে একান্তে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে চেয়েছিলে ন ২৬ জন বিধায়কই। সল্টলেকে রাজ্য বিজেপি দপ্তরে এ দিন বনসলের ঘরে একে একে ঢোকেন দলীয় বিধায়করা। কেউ দশ মিনিট, কেউ পনেরো মিনিট, কেউ আবার আধ ঘণ্টারও বেশি সময় কথা বলেছেন দলের এই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে। এক বিধায়ক বলেন, 'পার্টির জেলা সভাপতি আমাকে কোনও সাংগঠনিক কর্মসূচিতে ডাকেন না। আবার আমি কোনও কর্মসূচির ডাক দিলে সেখানে সাংগঠনিক নেতারা আসেন না। ফলে

দলের কর্মীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না, কোনটা আসল বিজেপি। ২০২৬-এ তৃণমূলকে পরাস্ত করতে আমাদের সবাইকে এক হতে হবে। এটাই বললাম বনসল'জিকে।' দক্ষিণবঙ্গের এক বিজেপি বিধায়কের কথায়, 'বিধা নসভা ভোটের আর এক বছরও দেরি নেই। তাই বিধায়কদের সঙ্গে দলীয় সংগঠনের সমন্বয় গড়ার কাজটা দ্রুত সারতে হবে। সেটা কত তাড়াতাড়ি মসৃণভাবে করা যায়, তা নিয়েই বনসল'জির সঙ্গে কথা বললাম।' ২৬ বিধায়কের সঙ্গে বনসলের বৈঠক প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে সুকান্ত মজুমদারের প্রতিক্রিয়া, 'বিধায়কদের অনেক দিনের দাবি ছিল, পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন। সুনী ল বনসল জি তাই কলকাতায় এসে শনিবার বিধায়কদের সঙ্গে কথা বললেন। বিজেপিতে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সবার একান্তে কথা বলার সুযোগ ছিল।'

বৃষ্টিতেও থামেনি প্রতিবাদ, অসুস্থ এক চাকরিহারা শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবনের সামনে অনশনে উত্তাল তৃতীয় দিন, বলরাম বিশ্বাস নামে চাকরিহারা শিক্ষক ভর্তি হন আরজি কর হাসপাতালে। পাঁচ দফা দাবিতে অনশনে বসা যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন শনিবার তৃতীয় দিনে পা রাখে। তবে বৃষ্টিভেজা এই দিনে আন্দোলনের তীব্রতা যেমন একটুও কমেনি, তেমনই শরীরও ভেঙে পড়েছিল এক শিক্ষকের। দীর্ঘ অনশন চলার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকাশ ভবনের সামনের রাস্তা জুড়ে টানা তিনদিন ধরে বসে থাকা আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'আমরা এসএসসিতে সফল, তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাচ্ছি না। সরকার যদি কথা না শোনে, তাহলে

জীবন দিতেও আমরা প্রস্তুত।' অনশনে বসা শিক্ষকরা স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন, বারবার আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তাঁরা অনশনের পথ বেছে নিয়েছেন। আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছেন, তাঁরা পাঁচ দফা মূল দাবি তুলে ধরেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ, ইন্টারভিউ করে তালিকা প্রকাশ, বেআইনি সুপারিশপ্রাপ্তদের বাতিল, প্রতিটি পদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ, দুর্নীতির পূর্ণ তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তি। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও সেই বৈঠক থেকে আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের সাফ কথা, 'যতক্ষণ না দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ অনশন চলবে। যদি আরও কেউ অসুস্থ হয়, তবুও আমরা এখান থেকে উঠব না।' সাম্প্রতিক এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় উঠেছে। এই অনশন সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। বিক্ষোভরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশ্ন, 'আমরা যদি নিয়োগপত্র না পাই, তাহলে এই লড়াই অর্থহীন হয়ে যাবে। এই রাজ্যে কি সত্যিই যোগ্যতার মূল্য নেই?'

কেএমডিএ-র ভূমিকায় প্রশ্ন পরিবেশ বিজ্ঞানীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবীন্দ্র সরোবরে এক কিশোরের জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেএমডিএ-র ভূমিকা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুললেন পরিবেশবিজ্ঞানী সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ। তিনি শুধু রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্যই নন, দীর্ঘদিন ধরে ওই জলাশয় রক্ষায় লড়াই করে চলেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'সরোবরে যে কেউ এসে নির্বিচারে জলে নেমে পড়ছে, অথচ কোথাও কোনও নিয়ম রক্ষার বালাই নেই। কর্তৃপক্ষ এখনও যদি না নড়ে চড়ে বসে, তাহলে ভবিষ্যতেও এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতেই থাকবে।' তিনি সরাসরি কেএমডিএ-কে উদ্দেশ করে সাত দফা দাবি তুলে ধরেছেন, বর্তমানে রবীন্দ্র সরোবরে কোনও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জীবনরক্ষী নেই। অবিলম্বে লাইফ সেভার নিয়োগ করতে হবে, না হলে সাঁতারুদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে। বহুদিন ধরে সরোবরে কোনও রকম সংস্কার হয়নি। অবিলম্বে সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে, বিশেষত পুলের ধার, সিঁড়ি ও পরিকাঠামোগত অংশে। যে কেউ এসে যেন জলে নামতে না পারে। জলে নামার জন্য বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের নিয়ম চালু করতে হবে। সরোবর এলাকায় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশি সহযোগিতা নিয়ে প্রথমিকভাবে নিয়ম কার্যকর করতে হবে। রবীন্দ্র সরোবর চত্বরের যেসব ক্লাব রয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিতে হবে।

নন্দীগ্রামে সমবায় ভোটে হারিয়ে কাপড় কাচার মতো কাচব তৃণমূলকে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থবার হারের আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের সাহায্যে অগণতান্ত্রিকভাবে সমবায় ভোট স্থগিত করেছেন, এই অভিযোগ তুলে রবিবার নন্দীগ্রাম থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম বাজারের জনসভা থেকে পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল নেতৃত্বকে একযোগে আক্রমণ করেন তিনি। প্রথমেই পুলিশকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনার মাসিক বেতন কে দেয়? জনগণের করের টাকায় হয়। পিসি মমতা বা ভাইপো অভিষেক নয়। অথচ এক চ্যাংড়া এসপি সৌম্যদেব ফোন করে বলে দেয়, নির্বাচন বন্ধ করে দাও, আর আপনি তা মেনে নেন?' তাঁর

হুঁশিয়ারি, 'সনাতনী রাষ্ট্রবাদী শক্তিকে আটকাতে পারবেন না। আগের আইসি আর জেহাদি তৃণমূল নেতাদের কথায় ভোট বন্ধ করে চারবার জিতেছেন, এবার আর পারবেন না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এসেছি নন্দীগ্রাম থানার সামনে এদের মুখোশ খুলতে। এখানকার রাষ্ট্রপ্রেমী মানুষদের মানসিকতা এরা বোঝে না। ভোট হবেই। আমাদের লোকেরা গেরুয়া আবির মেখে উৎসব করবে। তৃণমূল দেখবে আর জ্বলবে।' সময় মতো ভোট না হওয়ায় আগামী দিনে ঠাণ্ডার মরসুমে ভোট হলে তৃণমূলের পরাজয় আরও নিশ্চিত হবে বলেও দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর ঘোষণা, 'ভালোই হয়েছে, কয়েকদিন পরে ভোট হলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হবে। তখন আরও বেশি ভোটে হারাব তৃণমূলকে, কাপড় কাচার মতো কাচবো।'

এই বিক্ষোভ সভা ঘিরে প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ালেও, নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে ফের একবার শুভেন্দুর আক্রমণাত্মক মেজাজ প্রাধান্য পেল।

হাসপাতালে ভর্তি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাংসদ এবং কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শনিবার, ১৪ জুন বমি, পেটের যন্ত্রণা এবং পেট ফুলে যাওয়ার সমস্যার নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালের তরফে রবিবার সকালে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হয়েছেন যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সেপসিস-এ আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউ-তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও সংকটজনক। তাঁকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিকিৎসার জন্য একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাতে যুক্ত রয়েছেন ইন্টারনাল মেডিসিন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, শ্বাসপ্রশ্বাস ও ফুসফুসের চিকিৎসক, হরমোন বিশেষজ্ঞ (এন্ডোক্রিনোলজিস্ট), পরিপাকতন্ত্রের চিকিৎসক (গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজিস্ট) এবং জিআই সার্জন। চিকিৎসার প্রতিটি দিককে সমন্বিত ও সুসংবদ্ধভাবে সামাল দিতেই এই বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

২০২৬ সালে ২০০-র বেশি আসন নিয়ে বঙ্গ দখলের দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক ইস্যুতে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে রবিবার বিকেলে কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিল গেটে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় যোগ দিয়ে শ্রমিক নেতা তথা ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, '২০২৬ সালে দু'শোর বেশি আসন নিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।' শিল্পায়ন ইস্যুতে এদিন তিনি বিজেপি শাসিত রাজ্যের সঙ্গে বাংলার তুলনা করেন। শ্রমিক নেতার কথায়, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বহাল তবিয়তে কলকারখানা চলছে। কিন্তু বাংলায় একের পর এক কারখানা আজ বন্ধ। বাংলার মজদুররা পেটের তাগিদে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে গিয়ে কাজ করছেন।' তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বাংলায় শিল্পের জোয়ার আসবে। নফরচাঁদ জুটমিলের শ্রমিক বিরোধী নীতি তুলে ধরে এদিন শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'সরকারি ছুটির পরদিন যদি কোনও শ্রমিক মিলে হাজিরা না দেন। তাহলে তাঁর ছুটির পয়সা কেটে নেওয়া হয়। মজদুর ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে এখানে টাকা নেওয়া হচ্ছে। উৎপাদনের নামে শ্রমিকদের ওপর জুলুমবাজি চলছে।'

তাঁর অভিযোগ, 'নফরচাঁদ জুটমিলে তৃণমূল নেতাদের মদতে ম্যানেজার শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার, জুলুম চালাচ্ছেন। ঠিকাদারি নিয়ে প্রতিটি মিলে তৃণমূলের মধ্যে লড়াই চলছে। শাসকদলের দুই নেতা 'তোতলা' আর 'বোতলা' এখানকার জুটমিলগুলোকে শেষ করে দিচ্ছে।' প্রসঙ্গত, সাংসদ থাকাকালীন বাংলার জুটশিল্প বাঁচাতে অর্জুন সিং উদ্যোগী হয়েছিলেন। জুটমিলগুলোর সমস্যা তিনি কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরেছিলেন। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, জুটমিলের সমস্যা নিয়ে তিনি কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ আজ জুটমিলগুলো চলছে। তাঁর বক্তব্য, '২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় না আসলে এখানকার জুটমিলগুলো আর বাঁচবে না। এমনকি কেন্দ্রের পাঠানো অর্থ এই সরকার লুটপাট করবে।' তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকার ডি এ দিতে পারছে না। ডি এ না দেওয়ার জন্য কোর্টে রিভিউ পিটিশন জমা করেছে।'

উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, বিনয় মন্ডল, বাপ্পা ভট্টাচার্য, সন্তোষ রায়, উমেশ রায়, রাজ বিশ্বাস প্রমুখ।

ভাঙা সেতু মেরামতির দাবিতে বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানিংয়ের ডাবু খালের উপর নির্মিত উত্তর অঙ্গদবেরিয়া ও দক্ষিণ অঙ্গদবেরিয়া সংযোগকারী সখেরহাট বটতলার কাঠের সেতু দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করলেও ভেঙে যাওয়া এই সেতু মেরামতির কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন। এ বিষয়ে বারবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন, বিধায়ককে জানালেও কোনও লাভ হয়নি বলেই দাবি স্থানীয়দের। তাই রবিবার এলাকার মানুষজন একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। সেতুটি সেচ দপ্তরের অধীন হলেও তাঁরা এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। বছর পনেরো আগে এখানে থাকা কংক্রিটের সেতুটি ভেঙে যায়। এরপর পাশে একটি কাঠের সেতু তৈরি করা হয় সেচ দপ্তরের তরফ থেকে। কিন্তু এই কাঠের সেতুটিও বছর চারেক আগে ভেঙে যায়। তারপর থেকেই এলাকার সাধারণ মানুষ এই সেতুটি মেরামতি কিংবা বিকল্প হিসেবে কংক্রিটের সেতু তৈরির আবেদন জানিয়ে এলেও কোনও লাভ হয়নি। প্রতিদিন স্থানীয় বঙ্কিম সর্দার কলেজ, সরকারি আইটিআই কলেজ, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র-সহ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুলে ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষক, শিক্ষিকাদের যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ভাঙাচোরা সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে তেমনি এলাকার সাধারণ মানুষ সহ আশপাশের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষকেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। সেতু থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙছে। রোগী নিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকার মানুষদের। আর সেই কারণেই এদিন তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন।

কলকাতা পুরনিগমে ডিজিটাল যুগের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজস্ব উদ্যোগে পরিকাঠামোগত পরিষেবায় আধুনিকীকরণের পথে বড়সড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরনিগম। পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ করতে প্রস্তুত হচ্ছে প্রতিটি ওয়ার্ডের ডিজিটাল মানচিত্র। কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি শুধু প্রযুক্তিগত নয়, প্রশাসনিক দিক থেকেও এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি। প্রথম পর্যায়ে শহরের ৮টি বরোর অধীনে থাকা ৬৫টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের পাইপলাইনের ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৮টি বরোর ৭৯টি ওয়ার্ডে এই কাজ এখনও চলছে। ডিজিটাল মানচিত্রে কোথায় কোন মাপের পাইপ রয়েছে, সেই অনুযায়ী প্রবাহমাত্রা, স্ট্যান্ড পোস্ট, হাউজ কানেকশনের অবস্থান এবং প্রয়োজনীয় 'চাবি' কোথায় রয়েছে, সবকিছুই বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে নিকাশির পৃথক ডিজিটাল ম্যাপ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। নিকাশির

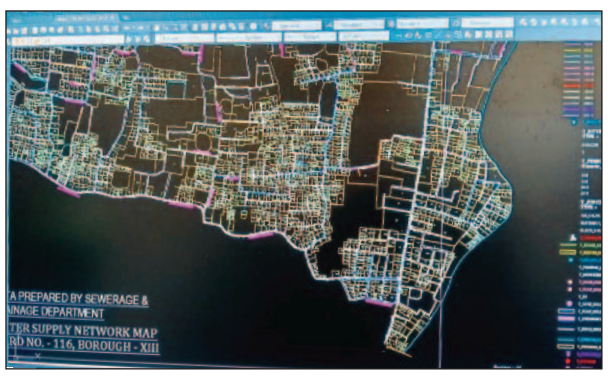

পাইপ, তার ব্যাসার্ধ (ডায়ামিটার), ক্যাচ পিট, ম্যানহোল, গভীরতা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই ম্যাপে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে নিকাশি ব্যবস্থার কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, দ্রুত তা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

কলকাতা পুরনিগমের দুই গুরুত্বপূর্ণ শাখা, জল সরবরাহ ও নিকাশি বিভাগ, পূর্বে আলাদা আলাদা নথির উপর নির্ভর করে চলত। তার ফলে প্রায়শই কার্যক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিত। ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির ফলে এখন এই দুই বিভাগের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান সহজ হচ্ছে, কাজও দ্রুত ও সমন্বিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এই ডিজিটাল মানচিত্রগুলি ভবিষ্যতে কলকাতা পুরনিগমের অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে। হঠাৎ কোনো জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে, কোথায় কী সমস্যা হয়েছে তা দ্রুত চিহ্নিত করে, অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কার ও পরিষেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এই ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির কাজকে 'ঐতিহাসিক' বলে ব্যাখ্যা করেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীতে নগর পরিষেবা আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর না হলে নাগরিকদের কাছে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় দ এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং। ডিজিটাল ম্যাপগুলিতে নির্ভুলভাবে উল্লেখ থাকবে বিভিন্ন 'ওয়াটার পকেট', পাইপলাইনের গভীরতা, আশপাশের অন্যান্য পরিষেবা ও কাঠামোর অবস্থান। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সংস্কার, জল সরবরাহ বা নিকাশি পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে। সার্বিকভাবে, এই উদ্যোগ নাগরিক পরিষেবায় গুণগত পরিবর্তন আনবে বলেই মনে করছে পুরনিগম। ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে শুধু শহরের নানান সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে না, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি আধুনিক ও দক্ষ নগর ব্যবস্থাপনার ভিত্তিও রচিত হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

মূল্যবৃদ্ধির চোখরাঙানি, ইজরায়েল-ইরানের ঝগড়ায় বেকায়দায় পড়তে চলেছে ভারত

ফের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কার কালো মেঘ ভারতের আকাশে। আশঙ্কার নেপথ্যে ইজরায়োল-ইরান যুদ্ধ। যা এই মুহূর্তে বিশ্ব রাজনীতি ও ভারতের মাথাব্যথার বড় কারণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনও জারি।এই যুদ্ধের জেরে একপ্রস্থ ধাক্কা লেগেছে দেশের অর্থনীতিতে। বিশেষ করে পেট্রোলিয়াম সেক্টরে। ভারতে জ্বালানির একটা বড় অংশের সরবরাহ করে রাশিয়া। এবার পরিস্থিতি আরও জটিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক একাধিক পদক্ষেপে মূল্যবৃদ্ধি আপাতত অনেকটাই নিয়ন্ত্রনে। মুদ্রাস্ফীতিও হাতের বাইরে যায়নি। এরই মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যে। দুই পরমাণু শক্তিধর জড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রো পণ্যের জন্য ভারত অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল ইরানের ওপর। এই যুদ্ধ সবদিক থেকে সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে নয়াদিল্লিকে। ইরানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেক পুরনো। গত কয়েক বছরে ইজরায়েলও ভারতের কৌশলগত অংশীদার হয়ে উঠেছে। তাই কূটনৈতিক ভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বড় চ্যালেঞ্জ নয়াদিল্লির। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিকটাও চিন্তা বাড়াচ্ছে। নিজেদের ঝগড়ায় ভারতকে বড় বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে ইরান ও ইজরায়েল। পরমাণু কেন্দ্র, মিসাইল ভাণ্ডারের পর এবার ইরানের তৈল শোধনাগারগুলির ওপর হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। মিসাইল হামলায় বিধ্বস্ত তেহরানের একাধিক তেল শোধনাগার। জ্বলছে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস ফিল্ড সাউথ পার্স-ও। আর এতেই কপালে ভাঁজ ভারতের।সর্বশেষ খবর, ইজরায়েলি হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইরানি শোধনাগারগুলির। প্রায় ৩০০ কোটি লিটার ক্রুড অয়েল নষ্ট হয়েছে। এর প্রভাব পড়বে ইরানের তেল রফতানিতে। তাতে নিশ্চিত ভাবে ধাক্কা খেতে চলেছে ভারত। সাউথ পার্স গ্যাস ফিল্ডে হামলার পর ইরান বাধ্য হয়ে গ্যাস উৎপাদন আংশিক বন্ধ রেখেছে। যার পরিমান দৈনিক প্রায় ১২ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। ইরান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্যাস উৎপাদক। বিশ্বের বার্ষিক চাহিদার প্রায় ৬.৫ শতাংশই সরবরাহ করে তাঁরা। ফলে আশঙ্কাটা কিন্তু বাড়ছে। পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রেখেছে মোদি প্রশাসন।

শব্দবাণ-৩০৪

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গানের ধুয়া ২. নকলনবিশ ৫. সর্বাধিক, পূজ্যতম ৮. কমনীয় ৯. যুদ্ধ, সংগ্রাম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিশ্চয়তা ৩. অস্বাভাবিক ধরনের মানুষ ৪. অর্গল, হুড়কো ৬. মহৎপ্রাণ ৭. সম্মানসূচক উপাধি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০৩

পাশাপাশি: ১. গন্ধমূষিক ৪. রঙ্গ ৫. শরম ৭. চালান ৯. সস্তা ১১. পরমেশ্বর।

উপর-নীচ: ১. গলদেশ ২. মূর্ত ৩. করমচা ৬. মনস্তাপ ৮. নমস্কার ১০. ক্রমে।

জন্মদিন

আজকের দিন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

১৯২০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক ইমতিয়াজ আলির জন্মদিন।*

আমদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা ও স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ

রূপম চক্রবর্তী

বছরের বিভিন্ন সময় অনেক দুর্ঘটনা দেশে এবং বিদেশে হচ্ছে। সড়ক পথে, রেলপথে, নৌপথে অথবা বিমান পথে এই দুর্ঘটনা হচ্ছে। একটা দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটা দুর্ঘটনার খবর মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখছি। কিছু কিছু ঘটনা দেখে সমবেদনা প্রকাশের ভাষাও হারিয়ে ফেলি। এমনি একটা দুর্ঘটনা ছিল আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা। গুজরাটের আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনাটি শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্বের এক মর্মান্তিক শোকের অধ্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৫ সালের এই দুর্ঘটনায় প্রায় তিন শতাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে নজিরবিহীন ও হৃদয়বিদারক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গুজরাটের আহমেদাবাদে যে ভয়ঙ্করতম বিমান দুর্ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ২৬১ জন মানুষের মৃত্যুর যে খবর আমাদের সামনে এসেছে তাতে আমি এককথায় বাক্ রুদ্ধ। প্রত্যেক যাত্রী বহন করছিলো একটা গল্প, একটা আশা, একটা সুন্দর স্বপ্ন। কেউ যাচ্ছিল লন্ডনে পড়াশোনা করতে, কেউ যাচ্ছিল বহু বছর পর প্রিয় সন্তানকে দেখতে। কারও ব্যাগে ছিল উপহার, কারও চোখে ছিল স্বপ্নের জল। আহমেদাবাদ প্লেন দুর্ঘটনায় ২৬১ জন মানুষ চিরতরে নিথর হয়ে গেলো, আর তাদের প্রিয়জনদের জীবনে নেমে এলো অন্ধকার। যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারগুলোর কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

গত ১২ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে মার্কিন বিমান নির্মাতা বোয়িং কোম্পানির অত্যাধুনিক ওয়াইডবডি উড়োজাহাজ বোয়িং কোম্পানির ৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এটি। মাত্র ১২ বছরের পুরনো বিমানটি টেক অফের কিছুক্ষণ পরই দ্রুত অবতরণ করে এবং একটি আবাসিক এলাকায় বিধ্বস্ত হওয়ার পরে এটি বিশাল আগুনের গোলায় বিস্ফোরিত হয়। ফ্লাইটরাডার২৪ এর তথ্য অনুযায়ী, মাটিতে পড়ার আগে বিমানটি ৬২৫ ফুট উচ্চতায় উঠেছিল। একেবারে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। আবাসিক এলাকায় ভেঙে পড়ে বিমানটি। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে বলা হয়েছে, ২৪২জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ১৬৯জন ভারতীয় ছিলেন। ৫৩জন ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন।

১জন কানাডা ও ৭ জন পর্তুগালের নাগরিক ছিলেন। আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বি জে মেডিক্যাল কলেজ হস্টেল। যার জেরে প্রাণ হারিয়েছে ৫ জন মেডিক্যাল পড়ুয়া। ৩০-৪০ জন মেডিক্যাল পড়ুয়ার আহত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় গুজরাতের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, বিজয় রুপানিও নিহত হয়েছেন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

ভারতের আমদাবাদে ভেঙে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির ২৩২ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু সদস্যের মধ্যে অলৌকিকভাবে একজন যাত্রী জীবিত রয়েছেন বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র শেয়ার করা এক ভিডিওতে ওই ব্রিটিশ যাত্রীকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে, যা স্তম্ভিত করেছে সবাইকে। ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানের ধ্বংসস্তূপ ঘিরে স্থানীয় মানুষ ও সাংবাদিকদের ভিড়। অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেনের শব্দে দুর্ঘটনাস্থলের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই আহত অবস্থায় ওই যাত্রী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অ্যাম্বুল্যান্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমদাবাদ পুলিশ কমিশনার জি.এস. মালিক সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানান, বেঁচে ফেরা ওই যাত্রী বিমানটির ১১এ নম্বর আসনে বসেছিলেন। বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সরকারি যাত্রী তালিকা অনুযায়ী, ওই ব্যক্তির নাম বিশ্বেশ কুমার রমেশ এবং তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রমেশ তার বোর্ডিং পাসও দেখিয়েছেন, যেখানে তার নাম ও আসন নম্বর ১১এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল। দুর্ঘটনার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রমেশ বলেন, 'উড্ডয়নের ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই এক তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছিল যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।'

ভারতের আমদাবাদে ভেঙে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির ২৩২ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু সদস্যের মধ্যে অলৌকিকভাবে একজন যাত্রী জীবিত রয়েছেন বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র শেয়ার করা এক ভিডিওতে ওই ব্রিটিশ যাত্রীকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে, যা স্তম্ভিত করেছে সবাইকে। ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানের ধ্বংসস্তূপ ঘিরে স্থানীয় মানুষ ও সাংবাদিকদের ভিড়। অ্যাম্বুল্যান্সের সাইরেনের শব্দে দুর্ঘটনাস্থলের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই আহত অবস্থায় ওই যাত্রী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অ্যাম্বুল্যান্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমদাবাদ পুলিশ কমিশনার জি.এস. মালিক সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানান, বেঁচে ফেরা ওই যাত্রী বিমানটির ১১এ নম্বর আসনে বসেছিলেন। বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সামাজিকমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'আহমেদাবাদের এ দুর্ঘটনা আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে, দুঃখিত করেছে। এটা কতটা হৃদয়বিদারক, তা কথায় বোঝানো যাবে না। তিনি আরও বলেন, 'যতজন মানুষ এ ঘটনায় প্রভাবিত, তাদর প্রত্যেকের কথাই আমার ভাবনাজুড়ে আছে এই দুঃসময়ে। যেসব মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা বিপদে পড়া মানুষদের সহায়তা করছেন, তাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখছি। অন্যদিকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, 'আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় আমি মর্মাহত। দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আহত যাত্রীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আহত যাত্রীদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রিন করিডরের ব্যবস্থা করা এবং হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

১০ মিনিটের জন্য লন্ডনের বিমান মিস করেছিলেন ভূমি চৌহান। আহমেদাবাদের বিমানে ওঠার কথা ছিল তাঁর। সেই বিমানে টিকিট ছিল এক মহিলা যাত্রীর। রিপাবলিক টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী বিমানে ভূমি চৌহানের থাকার কথা থাকলেও যানজটে আটকে পড়ায় কয়েক মিনিটের জন্য তিনি বিমান মিস করেন। আর তার জেরে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হল না তাঁকে। চৌহান বলেছিলেন যে তিনি মাত্র ১০ মিনিটের জন্য তার ফ্লাইট মিস করেছিলেন এবং তিনি এখন বুঝতে পারছেন তিনি কতটা ভাগ্যবান। তিনি বলেন, 'প্রাণহানির খবর শুনে আমি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছি। আমার শরীর আক্ষরিক অর্থেই কাঁপছে। আমি কথা বলতে পারছি না। যা ঘটেছে তা শোনার পর আমার মন এখন একেবারেই শূন্য।

'আমার মন একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার গণপতি বাপ্পা আমাকে বাঁচিয়েছেন।' চৌহান এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে একই লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি দুই বছর পরে ছুটিতে ভারতে এসেছিলেন এবং লন্ডনে তার স্বামীর সাথে থাকেন। ওই দশ মিনিটের জন্য আমি বিমানে উঠতে পারিনি।

প্রতীক জোশী গত ছ'টা বছর ধরে লন্ডনে একা একা দিন কাটাচ্ছিলেন। পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু মনের ভিতরে সবসময় একটা স্বপ্ন বুনছিলেন নিজের স্ত্রী আর তিনটে ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে বিদেশে একটা ভাল জীবন গড়ে তুলবেন। স্ত্রী কোমী ভ্যাস, পেশায় ডাক্তার, আর বাচ্চারা তখনও ভারতে। প্রতীক প্রতিদিন কাজের ফাঁকে শুধু এটাই ভাবতেন 'একদিন ওদের সবাইকে নিয়ে আসব এখানে, একসাথে একটা নতুন জীবন শুরু করব।' অনেক কষ্টে, হাজারটা কাগজপত্র, বছরের পর বছর অপেক্ষা সব পেরিয়ে অবশেষে সেই দিনটা এল। মাত্র দু'দিন আগে কোমী নিজের চাকরি ছেড়ে দিলেন। বাড়ির জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হল, আত্মীয়দের বিদায় জানানো হল, আর সবার চোখে মুখে শুধুই নতুন জীবনের রঙিন স্বপ্ন। পাঁচজনের সেই ছোট্ট পরিবার, বুকভরা আনন্দ, আশায়-ভরপুর মন আর নতুন সূর্যকে বরণ করার উত্তেজনা নিয়ে উঠল এয়ার ইন্ডিয়া ১৭১ নম্বর ফ্লাইটে লন্ডনের টিকিট কাটা, একমুখী পথ ফেরার কথা নয়, এবার শুধু এগিয়ে চলা। একটা সেলফি তুলল সকলে, হেসে, জড়িয়ে, যেন নতুন জীবনের দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ছবিটা পাঠাল আত্মীয়-পরিজনদের 'দেখো, আমরা যাচ্ছি নতুন জীবনের খোঁজে!' কিন্তু ভাগ্য বড়ই নির্মম। সেই প্লেন আর পৌঁছল না। আকাশেই ভেঙে পড়ল। আর কেউ ফিরল না। এক মুহূর্তে গোটা পরিবারের শত স্বপ্ন, হাজার রঙ, সমস্ত হাসি কান্না সব কিছু ছাই হয়ে গেল।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে অনুসারে ২০২৪ সালের গোড়ায় সংবাদ সংস্থা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং সিএনএনকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন বোয়িংয়ের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার স্যাম। সেখানে তিনি বলেন, ''তাড়াহুড়ো করে উৎপাদনের জন্য ড্রিমলাইনার মডেলগুলিতে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। উড়োজাহাজগুলি পুরনো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ টের পাওয়া যাবে। কিন্তু, তখন হয়তো আর কিছুই করার থাকবে না।'' স্যামের দাবি, এই নিয়ে আমেরিকার 'ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা এফএএর কাছে অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সাক্ষাৎকারে স্যাম আরও বলেন, ''ড্রিমলাইনার উৎপাদনে শর্টকাট নিয়েছে বোয়িং। মডেলটির বডির ভুল জায়গায় ড্রিলিং করা হয়েছে। এ ছাড়া 'ফিউজলেজ' অংশে ছোট ছোট ফাঁকগুলিকে ভুল ভাবে পূরণ করেছে তারা। ফলে লম্বা পথ পাড়ি দিলে সংশ্লিষ্ট উড়োজাহাজে ফাটল তৈরি হবে।'' তাঁর দাবি, হাজারের বেশি ড্রিমলাইনার মডেলে এই সমস্যা রয়েছে। বোয়িংয়ের সাবেক ইঞ্জিনিয়ার সালেফোরের বক্তব্য ছিল, এই বিমান ওড়ানো মানে টাইম বোমা নিয়ে আকাশে যাচ্ছেন পাইলট।

বিবিসির যাচাই করা একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, বিমানটি উড্ডয়নকালে তার নিচের চাকা খোলা অবস্থায় এবং ফ্ল্যাপগুলো গুটানো অবস্থায় ছিল। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ জিওফ্রে টমাস বলছেন, 'উড্ডয়ন হওয়ার পর এত দ্রুত ফ্ল্যাপগুলো গুটানো খুবই অস্বাভাবিক এবং এটি দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।' উড়োজাহাজের ডানার পেছনে থাকা 'ফ্ল্যাপ' এবং ডানার সামনের অংশের 'স্ল্যাট' হলো বিশেষ ধরণের বর্ধিতাংশ যা উড়োজাহাজের উড্ডয়ন ও অবতরণের সময় পরিসর বাড়িয়ে ও গতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, উড্ডয়নের সময় ফ্ল্যাপ ও স্ল্যাট উন্মুক্ত থাকে যা বিমানকে কম গতিতে নিরাপদে আকাশে উঠতে সাহায্য করে। এরপর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় ফ্ল্যাপগুলো গুটিয়ে নেওয়া হয়। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিমান চলাচল ও এভিয়েশন খাতে কর্মরত বিশেষজ্ঞরা মরিয়া হয়ে তদন্ত ও বিশ্লেষণে নেমেছেন। তারা মূলত 'উড্ডয়নকালীন ডানার ফ্ল্যাপের অস্বাভাবিক অবস্থান'কে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছেন। সাবেক পাইলট ও নিউ ইউনিভার্সিটির জ্যেষ্ঠ প্রভাষক মার্কো চ্যান বলেন, তফ্ল্যাপ সঠিকভাবে না থাকার বিষয়টি মানব ত্রুটির সম্ভাবনাকেই জোরদার করে। তবে ভিডিওর রেজ্যুলেশন কম হওয়ায় তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।দ দুর্ঘটনার পেছনে যান্ত্রিক বা মানব ত্রুটি যাই থাকুক, আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার করে এমন দুর্ভাগ্য পুনরায় যাতে এড়ানো যায় তার পথ খোঁজতে হবে। এই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকেই সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যাশা থাকবে এই ধরণের মর্মান্তিক ঘটনায় কেউ যেন তার প্রিয়জনকে না হারান।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপির বাঁকুড়া জেলা কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভাঙচুরের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

পুলিশ এখন শাসক দলের পুতুলে পরিণত হয়েছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোনওরকম আগাম তথ্য না দিয়ে গভীর রাতে দরজার তালা ভেঙে বিজেপির দলীয় জেলা কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে রাতেই দলীয় কার্যালয়ে হাজির হয়ে পুলিশের এই আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। এবিষয়ে রাজ্য পুলিশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ আজ তৃণমূলের পায়ের জুতো হয়ে গেছে। এরা আর আইনরক্ষক নয়; শুধুই শাসকদলের পুতুল। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, ওরা যেন চোর-ডাকাতের মতো আচরণ করেছে। রাতের অন্ধকারে গেট ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে আমাদের বিজেপি কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুলিশ শেষমেশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিস্ফোরক শুভেন্দু বলেন, তৃণমূলের লুম্পেন নেতা অনুব্রত মণ্ডল থানার আইসিকে স্ত্রী-মাকে নিয়ে কুরুচিকর গালি দেন, সেই অডিও ফাঁস হওয়ার পরও পুলিশ কিছুই করে না।

শেষে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শুভেন্দু লেখেন, রাতের অন্ধকারে কোনও বৈধ কাগজ ছাড়াই বিজেপি পার্টি অফিসে হানা দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর জবাব দেবে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, এই অপরাধমূলক ক্ষমতার অপব্যবহারের জবাব আইনের পূর্ণ প্রয়োগে দেওয়া হবে। রাজ্য সভাপতি আরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র ও বেআইনি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে বিজেপি দৃঢ় আইনানুগ পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাত ২টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার নতুনগঞ্জে থাকা বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জ এলাকায় বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের আশপাশে

কড়া প্রতিক্রিয়া সুকান্ত মজুমদারের

সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন ছিল। সাদা পোশাকের পুলিশ কড়া নজর রাখছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ওপর। অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতেও দলীয় কার্যালয়ের মেইন গেটে তালা বন্ধ করে দলের নেতা কর্মীরা বাড়ি চলে যান। রাত ২টা নাগাদ বিজেপি কর্মীরা স্থানীয় সূত্রে খবর পান বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই দলীয় কার্যালয়ের মেইন গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালাচ্ছে। খবর পেতেই স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে ছুটে আসেন। বিজেপি কর্মীরা কার্যালয়ে জড়ো হতেই রণেভঙ্গ দেয় পুলিশ। এলাকা ছেড়ে পুলিশ চলে যায়। গভীর রাতে কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর প্রতিবাদে দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিজেপি নেতা কর্মীরা। জানা গেছে, এদিন বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে একযোগে হানা দিয়েছিল বাঁকুড়া সদর থানা ও খাতড়া থানার পুলিশ। তবে কী কারণে ভাঙচুর চালানো হল তা এখনও জানা যায়নি। বিজেপির একাংশের ধারণা, শুক্রবার রাতে খাতড়ায় আক্রান্ত হন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির স্বামী তুহিন মান্ডি। সেই ঘটনায় যুক্তদের খোঁজেই পুলিশ বিজেপির এই দলীয় কার্যালয়ে হানা দিয়ে থাকতে পারে। পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে বাঁকুড়া শহরে বড়সড় আন্দোলনের ডাক দেয় বিজেপি।

২১ জুলাইয়ের শহিদ স্মরণে তৃণমূলের বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ আব্দুল লালনের নেতৃত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। দিন কয়েক আগে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সেখ আব্দুল লালনের গেঁড়াইয়ে অঞ্চল তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিধায়ক গোষ্ঠীর কয়েকজন মানুষ অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ওঠে। তারপরই ২১ জুলাইয়ের শহিদ স্মরণে গোটা আউশগ্রাম ২ নং ব্লক এলাকার সাতটি পঞ্চায়েত এলাকা ছাড়াও আউশগ্রাম ১ নং ব্লকের আউশগ্রাম, বেরেন্ডা, গলসি ১ নং ব্লকের বুদবুদের মানকরের উপর দিয়ে যায় বাইক মিছিল হয়। মিছিলে আউশগ্রাম ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল সমস্ত বাইক আরোহীদের হেলমেট রাখতে হবে। তবুও এদিনের দীর্ঘ বাইক মিছিলে বহু বাইক আরোহীর মাথায় ছিল না হেলমেট। ফলে সে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

আউশগ্রাম বিধানসভা এলাকায় রয়েছে তৃণমূলের বিবাদমান দুটি গোষ্ঠীর লড়াই। ২১ জুলাইয়ের স্মরণে এই দীর্ঘ বাইক র‍্যালিতে প্রায় দু'হাজারের কাছাকাছি বাইক ছিল। সেই সঙ্গে ৫০ টির মতো চারচাকা এবং দুটি অ্যাম্বুল্যান্সও ছিল। এদিনের বাইক মিছিলে মোট দশ হাজারের কাছাকাছি মানুষ অংশ নেয় বলে তৃণমূলের দাবি। বুদবুদের তিন মাথার মোড়ে মিছিল শুরু হয় সকাল আটটায়। বুদবুদ থেকে মানকর, সেখান থেকে অভিরামপুর, সামন্তপাড়া হয়ে রাধামোহনপুরের ভিতর দিয়ে আউশগ্রাম, সেখান থেকে কালিদহ, কালিদহ থেকে বসন্তপুর হয়ে ভেদিয়া, পুবার, নৃসিংহপুর, রামনগর, হয়ে গেঁড়াইয়ে এসে মিছিল শেষ হয় বেলা ২ টোয়। গোটা রাস্তায় ছিল প্রাণীয় জলের ব্যবস্থা। মেডিক্যাল টিম ও ওযুধের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল এদিনের বাইক মিছিলে ২১ জুলাইয়ের আহ্বানে বক্তব্য রাখেন আউশগ্রাম ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল লালন, যুব নেতা সঞ্জু শেখ সহ আরও অনেকে। এদিন তৃণমূলের এই সভায় আউশগ্রাম এলাকার ৭টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ব্লক সভাপতি তাদের হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দিয়ে তাদের দলে স্বাগত জানান।

ভারতীয় নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদের ৩ পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশ পাঠানোর অভিযোগ

দেশে ফেরানোর আহ্বান জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুম্বইয়ে কাজে গিয়ে মুর্শিদাবাদের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের ঠাঁই হল বাংলাদেশের জিরো পয়েন্টের মাঠে। তিনজনের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মারধর করে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ শনিবার ভোরে ওই তিনজনকে একটি বাংলাদেশি দলের সঙ্গে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানা এলাকার চ্যাংরাবান্ধা বর্ডার এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বিজিবি তাঁদের বাংলাদেশ প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানা এলাকার একটি মাঠে রয়েছেন, এলাকাটি শ্রীরামপুর বিজিবির অধীনে। ওই তিন ভারতীয় নাগরিকের নাম নাজিমুদ্দিন মণ্ডল। বাড়ি হরিহরপাড়া থানার তরতিপুর। মিনারুল শেখ, বাড়ি বেলডাঙা থানার কাজিশাহ ও মেহেবুব শেখ, বাড়ি ভগবানগোলা থানার রাধিকান্তপুর। কানায় ভেঙে পড়েছেন তিনজনের পরিজন। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আত্মীয় স্বজন জেলা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (হেড কোয়াটার) মজিদ ইকবাল বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কেউ দেড় বছর, কেউ এক বছর মুম্বইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছিলেন। গত ১২ জুন মুম্বইয়ের কানকিয়া থানার পুলিশ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের আটক করে। মুর্শিদাবাদের তিন বাসিন্দা নিজেদের পরিচয় পত্র দেখানোর পরও পুলিশ সেগুলো ফেক বলে সন্দেহ করে। মিনারুলের দাদা মানিজুল শেখ বলেন, আমরা কয়েক পুরুষ ধরে ভারতীয়। ভিটে জমি সরকারি সব প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মুম্বই পুলিশ আসল বলে মানতে চায়নি।

১৩ জুন বাংলাদেশি দলের সঙ্গে ওই তিনজনকে বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্ট এয়ারের শিলিগুড়ি হেড কোয়ার্টারের হাতে তুলে দেয় মুম্বই পুলিশ। ১৪ জুন ভোর চারটে নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা বর্ডার দিয়ে সকলকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। কিন্তু বিজিবি তাদের বাংলাদেশ অনুপ্রবেশের অনুমতি দেয়নি। সকলের ঠাঁই হয় পাটগ্রাম থানা এলাকার মাঠে। সেখান থেকে দেশে ফেরানোর আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়। যদিও ওই ভিডিও বার্তার সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদপত্র 'একদিন'। এদিকে স্বামী বাংলাদেশে রয়েছে, কীভাবে ফিরবে, আদৌও ফিরবে কিনা এই আতঙ্কে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবার। মেহেবুব শেখের স্ত্রী মর্জিনা বিবি বলেন, স্বামী ফিরে না এলে আমি আত্মহত্যা করব।

নিট পরীক্ষায় ৬৬২ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২০২৩ র‍্যাঙ্ক করল সামিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সম্প্রতি নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আর এই পরীক্ষায় রীতিমতো নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে বাগনানের বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোকা গ্রামের তরুণী সামিমা খাতুন। জানা গিয়েছে, নিট পরীক্ষায় সে ৬৬২ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২০২৩ র‍্যাঙ্ক করেছে। বাবা আব্দুল সালাম মোল্লা পেশায় একজন মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবসায়ী। স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েকে ডাক্তার করার এক বুক স্বপ্ন তার। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। রবিবার এলাকার মেয়েকে সংবর্ধনায় ভাসিয়ে দিলেন বিশিষ্টরা। সামিমার বাড়িতে গিয়ে ফুল দিয়ে মিষ্টি মুখ করিয়ে এলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শেখ এ রহমান, সমাজসেবী মদন ঘোষ, বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আশিক রহমানরা। আগামী দিনে চিকিৎসক হয়ে গ্রামীণ মহিলাদের চিকিৎসা করার কথা জানান সামিমা। উল্লেখ্য, বাগনান এলাকায় এটি একটি দৃষ্টান্ত বলে জানিয়েছেন উপপ্রধান আশিক রহমান। পাশাপাশি পাশে থাকার বার্তা ও দিয়েছেন।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হুগলির উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বয়েজ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পরিচালনায়। রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলে। মোট ৩১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন, মহিলা রক্তদাতা ছিলেন ৭ জন। এছাড়া এখানে বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্রের পরিচালনায় মরণোত্তর চক্ষুদান শিবির হয়, সাতজন চক্ষুদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন বলে জানা গিয়েছে।

চাকরি এবং শিক্ষানবিশ মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: রবিবার ১৫ জুন হুগলি জেলার উৎকর্ষ বাংলা আয়োজিত চাকরি সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ের উপর একটি 'চাকরি এবং শিক্ষানবিশ মেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চন্দননগর ওমেন্স পলিটেকনিক কলেজে। সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে এই চাকরি মেলা। যেখানে চাকরি প্রার্থীরা সকাল থেকেই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে শুরু করেন। অনুষ্ঠনের উদ্বোধন করেন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। উপস্থিত ছিলেন বিভাগ এবং জেলার অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। এই মেলায় ১,০৫৭ জন তাদের নাম নথিভুক্ত করেন। রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরের ২৮ টি সংস্থা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রয়োজন মেটাতে। সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে তাদের অফার লেটার দেওয়া হয় ১৬২ জন চাকরিপ্রার্থীকে। এছাড়া ৪২ জনকে নির্বাচিত করে রাখা হয়েছে, যাদের অফার লেটার কিছুদিনের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়াও ২০৪ জনকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখা হয়েছে, যাদের পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে চূড়ান্ত ভাবে বেছে নেওয়া হবে এবং অফার লেটার দেওয়া হবে।

খান্দরা বৃদ্ধাশ্রমে পুলিশের উদ্যোগে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বিশ্ব বয়স্ক নির্যাতন সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার অন্ডালের খান্দরা বৃদ্ধাশ্রমে অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল। এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরটি স্থানীয় একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সহযোগিতায় উখড়া ফাঁড়ির পুলিশের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে আবাসনের আবাসিকদের নানান ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের বৃদ্ধাশ্রমের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করলেন ডিসি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা। এদিন এসিপি অন্ডাল, এসিপি কাজী নজরুল বিমানবন্দর, ওসি পাণ্ডবেশ্বর, ওসি অন্ডাল ও ওসি লাউদোহা ফরিদপুর ও পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

বিআর আম্বেদকর জাতীয় সম্মান পেলেন ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিআর আম্বেদকর জাতীয় সম্মান পেলেন ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। ২০২১ দিল্লি থেকে বাবু জগজীবন রাম জাতীয় সম্মান পদক, ২০২২ বিশাখাপত্তনমে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় সম্মান, ২০২৪ ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের কাছে মহাত্মা গান্ধি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর ২০২৫ দার্জিলিঙে ড বি আর আম্বেদকর জাতীয় সম্মানে সম্মানিত হলেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে জিএইচআরপিএফ রিসার্চ ইনস্টিটিউট দার্জিলিঙে হিমালয় কলা মন্দিরে ডক্টর বিআর আম্বেদকর জাতীয় সম্মান পদক দেওয়া হল। এদিন সম্মানের মানপত্র স্বপন বাউলের হাতে তুলে দিলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সর্বশী মহানন্দ দত্ত সহ বিশিষ্ট গুণীজন ব্যক্তিবর্গ। ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল গানের বার্তায় অসামান্য কাজের জন্য এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি স্বরূপ জিএইচআরপিএফ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর এই শংসাপত্র প্রদান। পরপর তিনবার জাতীয় সম্মানে সম্মানিত হতে পেরে স্বপন বাউল খুবই খুশি। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করতে চাই সুষ্ঠ সমাজ গঠনের জন্য ও মানুষের জন্য।

একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপহরণ করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে রবিবার ধৃতকে তোলা হল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে। ধৃত ওই যুবকের নাম সন্দীপ বাউড়ি। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের আদ্রা থানার অন্তর্গত ডুমুরাকুড়ি গ্রামে। জানা যায়, আনাড়া গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীটির মা শনিবার আদ্রা থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান অপহরণের। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শনিবার বিকেলের দিকে আদ্রা থানার পুলিশ রঘুনাথপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে অভিযুক্ত সন্দীপ বাউড়িকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

Government of West Bengal
Inviting e-tender Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 23 nos. (NRM) schemes under **PMKSY WDC 2.0 scheme** in Jhalda II block, Purulia District on and from **14/06/2025 to 30/06/2025. Vide NIT-14/PMKSY-WDC 2.0/ 04 /Jhalda-II-NRM/2025-26.** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Assistant Director of Agriculture Jhalda II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed Purulia

Date Corrigendum
NIT No. SFDC/MD/NIT-02(e)/2025-26
Tender Id :- 2025_SFDCL_851689_1
Date Corrigendum:-
Schedule of Dates:-
Bid Submission End Date - 23/06/2025 up to 3.00 p.m. instead of 16/06/2025 up to 3.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 25/06/2025 at 3.00 p.m. Instead of 18/06/2025 at 3.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website https://wbtenders.gov.in.

VERGES PHARMA LLP
Reg Address: P-4 CIT Road Scheme-VI M Phool Bagan, Kolkata: 700054
LLPIN: AAF-8651
Email id: 1981bhp@gmail.com
Before The Central Government Registrar Of Companies
In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and Rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009.
In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13(3)
AND
In the matter of **VERGES PHARMA LLP** having its Registered office at P-4 CIT Road Scheme-VI M Phool Bagan, Kolkata, West Bengal, India, 700054 ......**Petitioner**
Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Kolkata under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of **"West Bengal"** to the state of **"Karnataka"**.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the **Registrar of Companies, Kolkata,** within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.
FOR AND ON BEHALF OF VERGES PHARMA LLP
Date: 16.06.2025
Place: Kolkata
SD/-
SAKSHI P HARAN
(Designated Partner)
Address: P-4 CIT Road Scheme-VI M Phool Bagan, Kolkata:700054

DUBIRBHERI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITI LTD.
(Regd. No. 86 HG, Dated- 13.06.1960)
Vill: Dubirbheri, PO: Karicha, PS: Polba, Block: Polba-Dadpur, District: Hooghly
Date: 16.06.2025
Notice of Publication of Draft Electoral Roll
এতদ্বারা ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/সদস্যাগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, অদ্য ইং ১৬/০৬/২০২৫ তারিখ উক্ত সমবায় সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তারিখ গুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

	বিষয়	তারিখ	স্থান
১.	আপত্তি/অভিযোগ জানানোর শেষ তারিখ	ইং ০৭/০৭/২০২৫ (দুপুর ৩ টে পর্যন্ত)	সমিতির কার্যালয়
২.	শুনানির তারিখ	ইং ০৮/০৭/২০২৫ (দুপুর ১২ টা থেকে ২ টো)	সমিতির কার্যালয়
৩.	চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ	ইং ০৯/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য ডুবিরভেড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি: এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
(Sd/- SOURAV BOSE) Assistant Returning Officer Dubirbheri S.K.U.S. Ltd.
(Sd/- ABHIJIT KARMAKAR) Assistant Returning Officer Dubirbheri S.K.U.S. Ltd.

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি খড়গপুর (৬৪১৭৫)
দ্বিতীয় ফ্লোর, টাওয়ার-০১, আটওয়াল রিয়েল এস্টেট,পোস্ট- ইন্দা, খড়গপুর, পিন- ৭২১৩০৫, হুগলী-৭১২২৩২ ই-মেল: sbi.64175@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
লোন এ/সি নং :- ৪১৫১৮৯২৬৯৯৩ (এইচবিএল)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি খড়গপুর (৬৪১৭৫)** শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৫.০৪.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **প্রবীর কুমার দাস, পিতা - সুবিমল দাস, গ্রাম ও পোস্ট - বড়গেরিয়া, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং এর গ্যারান্টর শ্রীমতী রীতা ভৌমিক দাস, স্বামী - প্রবীর কুমার দাস, গ্রাম ও পোস্ট - বড়গেরিয়া, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং শ্রী সমীর কুমার দাস, পিতা- সুবিমল দাস, ওয়ার্ড নং- ০২, বালিখাতপাড়া টাউন, পোস্ট ও থনা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৬০১, পশ্চিমবঙ্গ** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৮,৬৭,৮৫৮.০০ টাকা (টাকা- আঠারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশো আটান্ন মাত্র) ২৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং সেইসঙ্গে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত এ্যাক্ট এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০ জুন, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৮,৬৭,৮৫৮.০০ টাকা (টাকা- আঠারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশো আটান্ন মাত্র) ২৭.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পিংলা শাখা** (০১৪০৯৫) এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ **০৩ ডেসিমেল** (রূপান্তরিত জমির পরিমাপ **০৭ ডেসিমেলের** মধ্যে, উত্তর- ৭১ লিঙ্ক, দক্ষিণ- ৭২ লিঙ্ক, পূর্ব- ৩৭ লিঙ্ক, পশ্চিম- ৪৭ লিঙ্ক) বাস্তু জমি এবং সেইসঙ্গে দ্বিতল ভবন, মৌজা- জগন্নাথপুর, জেএল নং- ১৯০, এলআর খতিয়ান নং- ২৯১/১, হাল খতিয়ান নং- ৬০৭, দাগ/প্লট নং- ৮১৩(আরএস), ১৭৬/৮১৩ (এলআর), থানা - পিংলা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর,
২০০৭ সালের স্বত্ব দলিল নং- ৫৭৪৮, বই নং-১, খণ্ড নং- ২২৭, পৃষ্ঠা নং- ১৬৩ থেকে ১৭১, এ.ডি.এস.আর- জেলা সাব-রেজিস্টার-১, পশ্চিম মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রবীর কুমার দাস, পিতা- সুবিমল দাস, গ্রাম ও পোস্ট- বড়গেরিয়া, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১৪০, পশ্চিমবঙ্গ**
চৌহদ্দি: উত্তরে :- প্রবীর কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা), **দক্ষিণে :-** রাস্তা, **পূর্বে :-** পূর্ণেন্দু পাত্রের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :-** পীজুস দাসের সম্পত্তি।
তারিখ: ১০.০৬.২০২৫
স্থান: পিংলা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Ludlow
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি.
রেজিস্টার্ড অফিস: কাঙ্কারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত **CIN: L65993WB1979PLC032394**
ফোন : ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪
ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তর
সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন সংস্থান তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস (দ্য রুলস) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা কার্যকর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এবং পরবর্তী সংশোধনী মতে।
অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিয়মগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) -এ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় বা দাবিহীন অবস্থায় থাকা ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে। সুতরাং, কোম্পানি ২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য তাদের শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে।
এতদ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডারদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, তারা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কোম্পানি/রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করবেন, বিশেষ করে ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের জন্য, যাতে উক্ত শেয়ার আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত না হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত না হয়, তাহলে কোম্পানি পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এ স্থানান্তর করবে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের বাস্তব আকারে শেয়ার রয়েছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য, তারা মনে রাখবেন যে, কোম্পানি নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যুর পর, তাদের কাছে থাকা সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং আলোচনা অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা তথ্যগুলিকে আইইপিএফ-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করার নোটিশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। যদি শেয়ারগুলি ইলেকট্রনিক মোডে রাখা হয়, তাহলে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের জন্য ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে।
এটাও মনে রাখতে হবে যে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত শেয়ার, যার মধ্যে এই ধরনের শেয়ারের উপর অর্জিত সমস্ত সুবিধা, যদি থাকে, নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।
বিষয়টি সম্পর্কে যেকোনো স্পষ্টতার জন্য, অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেক গার্ডেন, ২য় তল, কলকাতা ৭০০০৪৫-এর সাথে যোগাযোগ করুন **টেলিফোন :** ০৩৩-৪০৭২ ৪০৫১, ৪০৫২, ৪০৫৩, ৪০৫৪, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-৪০৭২৪০৫০ **ইমেল :** helpdeskkol@mcsregistrars.com অথবা উপরে প্রদর্শিত ঠিকানায় স্বাক্ষরিত, ইমেল cs@ludlowjute.com
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬.০৬.২০২৫

এলাকা দখল নিয়ে বিবাদ, বন্দুক হাতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের অভিযোগ কালিয়াচক থানা এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুই গোষ্ঠীর গোলমালের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে কালিয়াচক থানার দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর এলাকায়। রীতিমতো বন্দুক হাতে দুষ্কৃতীরা এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, অল্পবয়সি কিছু দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্যেই অস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দোকান থেকে বাড়ি চাঁদাবাজি করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করাতেই রীতিমতো প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কালিয়াচক থানার পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এখন পুরো বিষয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট

এলাকার একাংশ ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা। এদিকে দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডবের ঘটনায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। পাল্টা বিজেপির অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে এলাকা দখল নিয়ে দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর এলাকার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলছে। কালিয়াচক ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ সারিউল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন অপর তৃণমূলের স্থানীয় নেতা আনিকুল শেখ। তাঁর অভিযোগ, আমরাও তৃণমূল করি। কিন্তু দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ সারিউল শেখ এলাকার কংগ্রেসিদের মদত জোগাচ্ছে। ওদের দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তোলাবাজিতে সাহায্য করছে। কিছুদিন ধরে এলাকায় দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন দোকান থেকে মোটা টাকা তোলার হুমকি দিচ্ছে। শনিবার রাতে ওরা বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করে। পাশাপাশি টাকা ও অলংকার লুট করে নেয়। গত কয়েকদিন ধরে দুষ্কৃতীদের অস্ত্র নিয়ে দাপাদাপির একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তারপরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

যদিও এই অভিযোগের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে পাল্টা দাবি করেছেন তৃণমূলের কালিয়াচক ১ ব্লক সভাপতি মহম্মদ সারিউল শেখ। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই এমন অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, শাসক দলের মদতেই দুষ্কৃতীদের এত বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে কালিয়াচকে। রীতিমতো পুলিশও নিশ্চুপ রয়েছে। দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর এলাকায় এমন সন্ত্রাসের ছবি ভাইরাল হয়েছে যা দেখেছি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, এখানে দলের কোনও যোগ নেই। পুরনো কোনও গ্রাম্য বিবাদকে ঘিরে এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে দুষ্কৃতীদের ধরতে পুলিশ কড়া হাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মার্কেটিং সোসাইটির দুর্নীতি নিয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়কের পোস্ট ঘিরে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ঘিরে শোরগোল। খানাকুল দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা খানাকুল মার্কেটিং সোসাইটির সভাপতি রমেন প্রামানিক নিয়ে রবিবার খানাকুলের বিধায়ক ফেসবুকে পোস্ট করেন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন। ফেসবুকে তিনি একটি ভিডিও আপলোড করার পাশাপাশি লেখেন, দীর্ঘদিন ধরে মার্কেটিং সোসাইটির কর্মরত কর্মচারীদের টাকা লুটে খেয়েছে খানাকুল ২ নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রমেন প্রামানিক। টাকা চাইতে গেলে কর্মচারীদের পাল্টা চুরির বদনাম দিচ্ছেন রমেন প্রামানিক। এমনকী জুতো তুলে মারতে যাচ্ছে রমেন প্রামানিক। খানাকুল জুড়ে গরিব মানুষের রেশনের আটায় কাঁকর মেশানো হচ্ছে, তার ভাগ পাচ্ছে রমেন সহ তৃণমূলের কেষ্টবিষ্টুরা। এই পোস্টের পরেই ফেসবুকে বিভিন্ন কমেন্ট শুরু করেন মানুষ জন। পাশাপাশি খানাকুল বিধানসভা জুড়ে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে

যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, একজন যুবক মার্কেটিং সোসাইটিতে কাজ করার পারিশ্রমিক চাইছেন। আর তা নিয়ে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেন প্রামাণিক জুতো হাতে দাঁড়িয়ে যুবকের সঙ্গে উতপ্ত বাক্য বিনিময় করছেন। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা রমেন প্রামাণিকের সঙ্গে সাংবাদিক কথা বললে তিনি জানান, মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। আর তার প্রমাণ সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে। আসলে ওরা নিজেরাই নানাভাবে হিসেব না দেখিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে চলে যায়। আর এতে কর্মীদের বেতন আটকে যায়। শুধু মাত্র এই কারণে আমি ওদের বলেছিলাম যে হিসেব দাও। এরই মধ্যে ওরা আমার ওপর চড়াও হয়। বিজেপির লোকজনকে নিয়ে এসে আমাকে চমকায়। আমি তড়িঘড়ি খানাকুল থানার ওসিকে বিষয়টি জানাই। এরপরেই ওদেরই একজন এসে আমার কাছে ভুল স্বীকার করে বলে যায় যে, সে তার হিসেব সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। মারধরের কোন প্রশ্নই আসে না। অপরদিকে, খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, খানাকুলের রেশনের মাল তথা আটা সরবরাহ করে মার্কেটিং সোসাইটি। এর চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা রমেন প্রামাণিক। আটাতে কাঁকর মেশানো হচ্ছে। এটা বড় দুর্নীতি। তাছাড়া ওখানের সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে। কর্মীদের প্রায় এক বছর বেতন দেয়নি। মার্কেটিং সোসাইটি একটা দুর্নীতির আখড়া। আমরা এর প্রতিবাদে মার্কেটিং সোসাইটি ঘেরাও করব। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পিএইচইতে কাজ পাচ্ছেন তৃণমূল প্রধানের স্ত্রী, বিতর্ক গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাট এক নম্বর ব্লকের কুমুড়শা অঞ্চলের কানপুর এলাকার পিএইচইতে কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে প্রভাব খাটিয়ে নিজের স্ত্রীকে পিএইচইতে কাজে বহাল করতে চাইছেন। যদিও এখনও পযন্ত প্রধানের স্ত্রী অফিসিয়াল ভাবে কাজে যোগ দেয়নি বলে সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে । তবে প্রধানের স্ত্রী কাজ পাচ্ছে, এই খবর জানাজানি হতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। গোঘাট তৃণমূলের একাংশও ক্ষোভ প্রকাশ করে। তবে প্রধানের ভয়ে প্রকাশে কেউ মুখ খোলেনি। বর্তমানে ওই পিএইচইতে লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা, রমজান আলি ও দুই নম্বর পাম্পে প্রধানের স্ত্রী নাকি অস্থায়ী ভাবে কাজ করছেন, এমনটাই স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবে এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ সমালোচনা শুরু করেন। এরপর থেকে নাকি প্রধানের স্ত্রী পাম্প চালাতে যাননি। স্থানীয় মানুষের দাবি, পিএইচই করতে যারা জমি দিয়েছে অথবা স্থানীয় গরিব শিক্ষিত বেকার ছেলেকে পিএইচই পাম্পে কাজ দেওয়া হোক। প্রধানের স্ত্রীকে কেন দেওয়া হবে? প্রসঙ্গত, এই পিএইচই নিয়ে হারাধন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি গোঘাট বিডিও অফিসে তার জমি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে হারাধনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে এই বিষয়ে কুমুড়শার প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে তার স্ত্রীর চাকরি পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, চাকরির ব্যাপারটা বলতে পারব না। পিএইচইটা আগের প্রধানের সময় হয়। ওখানে সরকারের জায়গা আছে। বিরোধীদের অভিযোগ বিরোধীদের মতো করে বলছে। জনগণ দেখতে পাবে কে ওখানে চাকরি করছে। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, তৃণমূল মানেই স্বজনপোষণ। এর তদন্ত হওয়া দরকার। গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, আলোচনা করে চাকরি দেওয়া হবে।

জঙ্গলমহলে হাতি ও মানুষের সুরক্ষায় স্থায়ী সমাধানের দাবিতে অনুষ্ঠিত গণ কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহল জুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। হাতির হানায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতি থেকে শুরু করে প্রাণহানির মতো ঘটনা। জঙ্গলমহলে হাতি ও মানুষের সুরক্ষায় স্থায়ী সমাধানের দাবিতে রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি অতিথিশালায় অনুষ্ঠিত হল গণ কনভেনশন। জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে চাষিরা। এমনকী হাতির হানায় প্রতিনিয়ত প্রাণহানির সংখ্যাও বাড়ছে। বিশেষ করে খাবারের সন্ধানে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম সহ একাধিক ব্লকে হাতির হানায় ক্রমশ ভাঙছে গৃহস্থের মাটির বাড়ি। বনদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী হাতির হানায় কয়েক বছরে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রাণহানি সংখ্যা ৬৩ জন। এছাড়াও চাষের ১১৯৯ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট করেছে দাঁতাল হাতির দল। আহতর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যদিও বেসরকারি হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক বেশি। কবে হবে হাতির সমস্যা সমাধান সে দিকেই তাকিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলাবাসী। বনদপ্তরকে একাধিকবার জানিয়েও হাতির সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বনদপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাধারণ মানুষজন। হাতির সমস্যা সমাধানের জন্য রবিবার জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে অনুষ্ঠিত হল গণ কনভেনশন। এদিন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় অবিলম্বে বহু প্রতীক্ষিত ময়ূরঝর্ণা এলিফ্যান্ট রিজার্ভ প্রকল্পটি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে, এছাড়া বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘেরা বেড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে, হাতির জন্য প্রতিদিনের খাদ্য ও জলের প্রয়োজন সুনিশ্চিত করতে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় জলাশয় খনন ও খাদ্য গাছ রোপণ করতে হবে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো সহ অন্যান্যরা।

সন্দেশখালিতে তৃণমূলের কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: বাংলা বিভাজনের মাটি নয়। বাংলাকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা যাবে না। বাংলার সংস্কৃতিতে নারীদের সম্মান জড়িয়ে আছে। বাংলার মহিলাদের অপমান করলে বাংলা তার যোগ্য জবাব দেবে। রবিবার সন্দেশখালির মাটিতে কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে অস্থির সন্দেশখালিকে পুরনো ছন্দে ফিরিয়ে দিতে মরিয়া তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি কানমারী ভারত সেবা সংঘের মাঠে চলতি মাসের ৮ জুন বিরোধী দলনেতা শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

করেছিলেন। এদিন সন্দেশখালির কানমারী বাজারে একই জায়গায় কর্মিসভা করে তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, মন্ত্রী সুজিত বসু, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সহ জেলা নেতৃত্ব।

আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: বাইক মিছিলে যোগ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত বাইক মিছিলে যোগ দিতে গিয়ে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কবলে পড়ল মিছিলে অংশ নেওয়া একটি স্কুটি। আহত হন দুই স্কুটি আরোহী। এদিন অভিরামপুর যাওয়ার পথে একটি স্কুটি সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক্টরে। ট্রাক্টরে চাপানো ছিল হিম পাইপ। দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাতকুণ্ডা গ্রামের তৃণমূল কর্মী বটু নায়েক, জ্যোতি রায় সেই স্কুটিতে ছিলেন। দুর্ঘটনায় তারা গুরুতর আহত হয়। বটু নায়েকের কপালে ২২টি সেলাই পড়ে।

মদের নেশায় নাবালককে অস্ত্র দিয়ে আঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: দশ বছরের নাবালক রাতে শুতে যেত প্রতিবেশী যুবকের কাছে। মদের নেশায় ওই নাবালককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে জখম করল প্রতিবেশী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার নতুনগ্রামে। রবিবার সকালে এই

ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার পুলিশ। জখম নাবালক প্রদীপ সোরেনকে (১০) বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রদীপকে আঘাত করে বাবুলাল হেমব্রম (২৭) নামের ওই যুবক নিজেকেও রক্তাক্ত করে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাকে ধরে ফেলেন। বাবুলালকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা গিয়েছে, প্রদীপের বাবা মা দু'জনেই পরিযায়ী শ্রমিক। বাইরে থাকেন। দাদুর কাছে থাকে প্রদীপ। অন্যদিকে প্রতিবেশী বাবুলাল আগে লরিতে খালাসির কাজ করত। একটি দুর্ঘটনার পর পায়ে গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর বাড়িতে থাকে। একাই থাকত। প্রদীপের যাতায়াত ছিল বাবুলালের কাছে। রাতে শুতে যেত বাবুলালের কাছে। শনিবার রাতেও শুতে গিয়েছিল। এদিন সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় টলতে টলতে নিজেই বাড়ি ফিরেছিল প্রদীপ। পেটে গুরুতর আঘাত। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। দাদুকে ও প্রতিবেশীদের ঘটনার কথা খুলে বলে। তারপর প্রতিবেশীরা দেখতে পান সেখান থেকে কিছুটা দূরে গ্রামের রাস্তায় শুয়ে রয়েছে বাবুলাল। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। বাবুলাল প্রতিবেশীদের কাছে স্বীকার করে মদের নেশায় প্রদীপকে মেরেছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে তৈরি করছেন রাধেশ্যাম দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বয়স একটা সংখ্যা মাত্র, বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, আজ ৬৩ বছর বয়সেও তরতাজা এক যুবক। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অ্যাথলেটিক্সে ট্রেনিং দেওয়া থেকে শুরু করে, মেয়েকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া। নিজের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী নন তিনি। দেশ থেকে বিদেশে ক্রীড়া ক্ষেত্রে একের পর এক পুরস্কার, আগামী দিনে মাস্টার্স অফ অ্যাথলেটিক্সে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিজেকে তৈরি করতে প্র্যাকটিস করে চলেছেন। তিনি আর কেউ নন, জলপরী সায়নী দাসের বাবা রাধেশ্যাম দাস।

ছোটবেলা থেকে ভালোবাসতেন খেলাধুলা, পরবর্তী সময়ে সেরকম সফলতা না পেলেও, মেয়েকে নিয়ে ছিল বড় স্বপ্ন। সেই সপ্তসিন্ধু লক্ষ্য পূরণে মাত্র আরেকটি ধাপ। বর্তমানে সায়নী এশিয়ার একমাত্র ওপেন ওয়াটার সুইমার যিনি ৬টি আন্তর্জাতিক চ্যানেল পার করেছেন। আন্তর্জাতিক পিতৃ দিবসে তার এই জয়ের পেছনে তার বাবা-ই রোল মডেল জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সাঁতারু সায়নী দাস।

গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে অ্যাথলেটিক্সের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করিয়ে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করান। সঙ্গে তিনিও থেমে নেই, শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর বয়স্কদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করান। তিনি মনে করেন অবসরের পরে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারলে পরিবার সুস্থ থাকবে। পরিবারের কাছে বোঝা না হয়ে শরীরকে ফিট রাখতে তিনি মাঠমুখি হয়েছেন। আগামী দিনে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার প্রতিযোগিতায় ২০০,৪০০ মিটার হার্ডএলস এবং রানিং ওয়াক প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করবেন। তারই প্রস্তুতি করে চলেছেন।

৬৪ বছরে প্রথম ভোট

কোন্নগরের নবগ্রাম পিপলস কো-অপারেটিভ লিমিটেড সমবায় নির্বাচনে জয়লাভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: রবিবার বেলা বারোটায় মোট ৫৬টি আসনের জন্য ১৮ বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয় নবগ্রামের তিনটি স্কুলে। বাম সমর্থিত প্রার্থীরা সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদের সঙ্গে। একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি। ৬৪ বছরে প্রথমবার ভোট। কোন্নগরের নবগ্রাম পিপলস কো-অপারেটিভ লিমিটেড সমবায় নির্বাচনে ৫৬ টি আসনেই জয়লাভ করল শাসকদল তৃণমূল। ভোট লুটের অভিযোগে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু শেষ হাসি হাসল তৃণমূল।

এদিন ভোট শুরুর পর থেকেই বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তোলে সিপিএম। বামেদের অভিযোগ করেন, ভোটারদের বুথে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। জোর করে ছাপ্পা মারা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে নবগ্রাম নৈটি রোড অবরোধ করেন বাম সমর্থকরা। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। এই সমবায়ে গত ৬৪ বছরে একটিও ভোট হয়নি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জয় হয়েছিল বামেদের। অর্থাৎ ভরা সবুজের বাজারেও বামেরা এই এলাকায় নিজের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এই সমবায়ে সেটাও কার্যত নিভে গেল। সমবায়ের এক্স চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা মানস রায় বলেন, 'এটা গণতন্ত্রের জয়। ৬৪ বছরে ব্যাঙ্কে এটা প্রথম ভোট। সব ধরনের মেম্বার রেখেছিলাম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ভোট হয়েছে। জয় আসারই ছিল। বিরোধীরা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পেরেছিল, তাতেই মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।' হুগলির এসএফআই সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, 'সমস্ত স্কুলে বুথ জ্যাম, তৃণমূল কর্মীরা আক্রমণ করছে। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে। এটা আসলে একটা প্রহসনই হল।'

যোগাসনে কৃতী ছাত্রীকে পড়াশোনায় অর্থ সাহায্য জেলা পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের বড় নীলপুরের বাসিন্দা গীতা দাস এবং শ্যামল দাসের কন্যা গৌতমী দাস ছোটবেলা থেকেই যোগাসনের জগতে এক আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। তার ঝুলিতে বিভিন্ন সময় এসেছে বিভিন্ন পদক সহ স্বর্ণপদক, সঙ্গে প্রচুর পুরস্কার।

গৌতমী দাস জেলা, রাজ্য, অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া এবং খেলো ইন্ডিয়ার মতো জায়গাতে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বারে বারে উজ্জ্বল করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ।

তবে গৌতমী দাসের উঠে আসাটা খুব সহজ ছিল না। প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যে গৌতমী দাসকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার মা গীতা দাস। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গৌতমীর ভবিষ্যতের জন্য। তাদের একটাই স্বপ্ন মেয়ে গৌতমী একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে যোগাসনের জগতে। গৌতমী যোগাসনের পাশাপাশি নৃত্য জগতে এবং অঙ্কনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। গৌতমী পূর্ব বর্ধমান মিউনিসিপাল গার্লস হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বিভিন্ন সময় গৌতমীকে জেলা প্রশাসন থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছে পড়াশোনা সহ অন্যান্য বিষয়ে। এবার তার পাশে দাঁড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ।

বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল গৌতমীর মা গীতা দেবী। তার আবেদনের সাড়া দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ গৌতমীকে পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন। জেলা পরিষদের এহেন ভূমিকায় খুশি গৌতমীর অভিভাবক সহ গৌতমী। ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদকে।

অবশেষে চাকা গড়াল হামসফর এক্সপ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ভাগীরথীর ওপর নসিপুর রেলসেতুর ওপর দিয়ে প্রথম ছুটল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একমাত্র যোগাযোগকারী হামসফর এক্সপ্রেস। মুর্শিদাবাদবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হল। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে জলপাইগুড়ি-শিয়ালদা হামসফর এক্সপ্রেসের সূচনা উপলক্ষ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেল। প্রথমবার ট্রেনটিকে দেখতে স্টেশনে ভিড় জমিয়েছিলেন কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ সবাই। কেউ সেলফি তুলতে ব্যস্ত, কেউ আবার ভিডিও করছেন মোবাইলে। সম্পূর্ণ এসি এই আধুনিক ট্রেনটিতে রয়েছে উন্নত মানের বায়ো টয়লেট, চার্জিং পয়েন্ট, এলইডি ডিসপ্লে সহ একাধিক সুযোগ-সুবিধা।

রেল সূত্রে খবর, হামসফর এক্সপ্রেস চালু হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যাত্রা আরও সুবিধাজনক ও আরামদায়ক হবে। জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত এই ট্রেনটি আপাতত সপ্তাহিক হিসেবে চলবে। পরে সময় সূচি পরিবর্তন করা হতে পারে বলে রেল সূত্রে খবর। মালদা, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর কোর্ট, কৃষ্ণনগর মতো গুরুত্বপূর্ণ

স্টেশনে থামবে। ট্রেনটি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। বহু মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে উপস্থিত হন এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হতে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিষেবা যাত্রীদের ভীষণভাবে উপকৃত করবে। ১৪ জুন শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রওনা দেয় হামসফর এক্সপ্রেস। এনজিপি, আলুয়াবাড়ি, কিষানগঞ্জ, বারসই, মালদা হয়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছয়। তারপর নিউ ফারাক্কা, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর কোর্ট হয়ে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, নৈহাটি স্টেশনে থেমে পরের দিন শিয়ালদা পৌঁছয়। সাপ্তাহিক এই ট্রেনের নাম দেওয়া হয়েছে হামসফর এক্সপ্রেস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রেলমন্ত্রকের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল এই এক্সপ্রেস ট্রেনটির কথা। অবশেষে ১৪ জুন থেকে নতুন ট্রেনটির চাকা গড়াল। প্রতি শুক্রবার রাত ১১টা ৪০মিনিটে শিয়ালদা থেকে ট্রেনটি ছাড়বে। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে পৌঁছবে রাত ২টো ৩৫মিনিট নাগাদ। মালদায় পৌঁছবে সকাল ৬টা ২০মিনিটে। নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে ১০টা ৩০মিনিট নাগাদ। জলপাইগুড়ি রোড পৌঁছবে শনিবার বেলা ১২টা ১৫মিনিটে। আবার শনিবার রাত ৮টা ৩০মিনিটে সেখান থেকে ছেড়ে রবিবার সকাল ৮টা ১০মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে। ট্রেনে মোট ১৯টি এসি কোচ থাকছে। যার মধ্যে ১৬টি এসি স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে বলে জানিয়েছেন রেলের আধিকারিকরা। প্রাক্তন রেলকর্মী তথা বহরমপুরের বাসিন্দা বিকাশ দাস বলেন, জেলাবাসীর কাছে আনন্দের খবর। প্রথম দিনে হামসফরে সফর করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। তবে সময় সূচি পরিবর্তন হলে ভালো হয়।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ রেখা পাত্রের ছায়া সঙ্গী সহ প্রায় তিন হাজার বিজেপি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করল রবিবার। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সুজিত বসু, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেখা পাত্রের ছায়া সঙ্গী প্রথম আন্দোলনকারী সুদেষ্ণা দাস, লতিকা মিস্ত্রি, সুদেষ্ণা দাস ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালি বিজেপির আন্দোলনকারী হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে বিজেপির হয়ে ভোট প্রচার করেছিলেন।

পুণেতে সেতু বিপর্যয়ে মৃত ২, পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর

পুণে, ১৫ জুন: মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার চিঞ্চওয়াড নগর এলাকায় ইন্দ্রায়নী নদীর ওপর একটি লোহার সেতু ভেঙে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার দুপুরে সেতুটি ভেঙে পড়ার সময় সেটিতে পর্যটকদের ভিড় ছিল। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ২৪ জন নদীতে পড়ে যান। এর মধ্যে ১২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে, যাদের খোঁজে তৎপর রয়েছে উদ্ধারকারী দল। ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। রবিবার তিনি এক্সবার্তায় জানান, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারদের প্রতি তিনি সহানুভূতি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, 'পুণের ইন্দ্রায়নী নদীর পুরনো সেতু ধসে পড়ায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। এই সেতুটিকে ইতিমধ্যে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে সেতু ব্যবহার না করার জন্য সতর্কতাও জারি ছিল। তবুও কী ভাবে এত মানুষ সেতুর ওপর গেলেন এবং প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল, তা তদন্ত সাপেক্ষ।' তিনি জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে

দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে সেতুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করার কথাও জানান।

এদিন পুণের সেতু দুর্ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'আসুন আমরা প্রার্থনা করি দুর্ঘটনায় আহতরা বেঁচে থাকুন।' রবিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, 'রেল, অসামরিক বিমান চলাচল এবং এখন সড়কপথেও ধারাবাহিক দুর্ঘটনা; আমি হতভম্ব এবং অবাক হয়ে যাচ্ছি। পুনের কাছে ইন্দ্রায়ণী নদীর ওপর আজকের সেতু ভেঙে পড়ার পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গণমাধ্যম ইতিমধ্যেই সেতু দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর কথা বলছে, আরও অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছে। আমরা বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মুখের কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। সেই সঙ্গে সকল নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল।'

স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী বাহিনীর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতুটি অত্যন্ত পুরনো ছিল এবং শুধুমাত্র পায়ে চলার উপযোগী ছিল। রবিবার ছুটির দিনে বহু পর্যটক কুণ্ডমালা ঘুরতে এসে ওই সেতুতে ভিড় জমান। নদীর স্রোতে অনেকেই ভেসে যান বলে অনুমান। দমকল ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এক আধিকারিক জানান, জলস্রোতের কারণে উদ্ধারকাজে বেগ পেতে হচ্ছে। তিনি আরও জানান, দু'টি দল কাজ করছে। কিছুজনকে বাঁচানো হয়েছে, কিন্তু এখনও প্রায় ২০,২৫ জন ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে সেতুটি আচমকা ভেঙে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, জলের তোড়েই ভেঙে গিয়েছে সেতুটি। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চরম উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় ৩২ জনের ডিএনএ শনাক্ত

আমদাবাদ, ১৫ জুন: আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩২ জন নিহতের ডিএনএ নমুনা শনাক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩২ জনের পরিবারের সঙ্গেই যোগাযোগ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১৪টি মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ডিএনএ নমুনা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমদাবাদ সিভিল হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট ড. রজনীশ প্যাটেল এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত ৩২ জন নিহতের ডিএনএ নমুনা তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে মিলেছে। এর মধ্যে রয়েছে আমদাবাদের ৪ জন, ভদোদরার ২ জন, খেড়ার ১ জন, আরাবল্লীর ১ জন, বোটাদের ১ জন, মেহসানার ৪ জন এবং উদয়পুরের ১ জন। প্রতিটি নিহত ব্যক্তির পরিবারের জন্য একটি পৃথক দল গঠন হয়েছে। এই দলে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, একজন পুলিশ এবং একজন পেশাদার কাউন্সেলর রয়েছেন। তিনি বলেন, যাঁদের ডিএনএ নমুনা শনাক্তকরণ হয়েছে, তাঁদের মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১৪টি মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: রবিবার সকালে বৃষ্টির পর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার আরকে পুরম এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর সাড়ে ৪টের দিকে আরকে পুরম সেক্টর-১-এর বিবেকানন্দ মার্গে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাছ ভেঙে দু'জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। খবর পেয়ে আরকে পুরম থানার পুলিশ আধিকারিক রবীন্দ্র ত্যাগী ঘটনাস্থলে যান। মৃতদের নাম রবীন্দ্র (৩০) এবং ভরত (২৫)। দু'জনেই মধুবনী বিহারের বাসিন্দা। তাঁরা দুজনেই প্রতিদিনের মতো রাতে ধাবার বাইরে ঘুমাচ্ছিলেন। নজফগড়ের বাসিন্দা সুনীলের বিবেকানন্দ মার্গে একটি এমসিডি কিয়স্কে একটি ধাবা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের কারণে ধাবার ওপর একটি গাছ ভেঙে যায়। ধাবার কাছে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

চার কোটির মাদক-সহ ধৃত ১, বাজেয়াপ্ত মিনি ট্রাক

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ১৫ জুন: অসম থে কে ত্রিপুরায় প্রবে শ করে চার কো টি টাকার ড্রাগস সহ চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা) পুলিশ সঞ্জয় সাহা নি নামের এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। সঞ্জয় চুরাইবাড়ির বাসিন্দা।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই জানিয়েছেন, গোপন খব রের ভি ত্তিতে রবিবার সকালে চুড়াইবাড়ি থানা সংলগ্ন জাতীয় সড়কে নাকাপয়েন্ট গড়া হয়। একসময় অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্ত অতিক্রম করে চুড়াইবাড়ি এলাকায় আসে টিআর ০৫ সি ১৭৫৫ নম্বরের চার চাকার মিনি ট্রাক। ট্রাকের গতি রোধ করে তাতে তল্লাশি চালান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। পুলিশ সুপার জানান, তালাশি চালিয়ে ৮০ হাজারটি মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইয়াবাগুলির কা লোবাজারি মূল্য চার কোটি টাকার বেশি হ বে। মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রাকচালক সঞ্জয় সাহা নিকে। জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে চুড়াইবাড়ি থানায়।

জাপান-ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতিতে ভারত: রঘুবংশী

সুলতানপুর, ১৫ জুন: অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে ভারত জাপান এবং ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ১১ বছরের সেবা, সুশাসন, দরিদ্রদের কল্যাণ উন্নয়ন এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। রবিবার লাম্বুয়ায় আয়োজিত বিকাশিত ভারত সংকল্প সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখার সময় বিজেপির বিজয় সিং রঘুবংশী একথা বলেন।

তিনি অপারেশন সিঁদুরকে নতুন ভারতের বৈশ্বিক শক্তির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন। লাম্বুয়া মণ্ডলের সভাপতি শের বাহাদুর সিং, প্রাক্তন রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য শিবকান্ত মিশ্রের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কেন্দ্রে মোদী সরকারের সমস্ত অর্জন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ভারত উন্নয়ন এবং সুশাসনের একটি নতুন কাহিনী রচনা করেছে।

২০১৪ সালের আগে দেশ খারাপ অবস্থায় ছিল। কংগ্রেস সরকারের আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি, দুর্নীতির খবর সংবাদপত্রে শিরোনামে থাকত। তিনি ২০৪৭ সালে ভারতকে বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প পূরণে কর্মীদের অবদান রাখার আহ্বান জানান। জেলা সাধারণ সম্পাদক বিজয় ত্রিপাঠী, মণ্ডল ইনচার্জ গোবিন্দ তিওয়ারি তাদাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

পকসো মামলায় দণ্ডিত বন্দির কারাগারে রহস্যমৃত্যু

সুলতানপুর, ১৫ জুন: উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের কারাগারে এক জেলবন্দির রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার রাতে শ্বাসকষ্টের অভিযোগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত জেল বন্দির নাম শব্বির আহমেদ (৩৫)। ৪ মাস আগে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ, পকসো আইন-সহ অপহরণ, ধর্ষণ ও হুমকির মামলায় বিশেষ আদালত শব্বিরকে ১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

শনিবার রাতে কারাগারে হঠাৎই শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবার দাবি করেছে, কী ভাবে মৃত্যু হল কিছুই জানানো হয়নি। শুধু জানানো হয়, অসুস্থ ছেলেকে দেখতে আসতে।

পুণেতে অবৈধ বাস, ধৃত ৪ বাংলাদেশি

পুণে, ১৫ জুন: দেশজুড়ে অবৈধ ভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার কোন্ধওয়া এলাকা থেকে ৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, তারা ভুয়ো নথিপত্রের সাহায্যে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করে গত ৪ মাস ধরে কোন্ধওয়া এলাকায় বসবাস করছিল।

মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস) সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার বাকি তিন জনকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে কিছু ভুয়ো ভারতীয় নথিপত্রও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের নাম স্বপন নিধুভূষণ মণ্ডল (৩৯), মিঠুন কুমার দিলীপ মণ্ডল (৩১), রণধীর কুমার মণ্ডল (৩৮) ও দিলীপ নিমাই মণ্ডল (৩৮)।

ভারী বৃষ্টি কর্নাটকে, লাল সতর্কতা জারি

ম্যাঙ্গালুরু, ১৫ জুন: একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে বিপর্যস্ত কর্নাটকের উপকূলবর্তী এলাকা। বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ম্যাঙ্গালুরু-সহ দক্ষিণ কন্নড় জেলা। জলমগ্ন শহরের একাধিক রাস্তা। যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। ইতিমধ্যেই আবহাওয়া দপ্তরের তরফে কর্নাটকের বিভিন্ন অঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, উপকূলীয় কর্নাটকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। কোনও কোনও অঞ্চলে বাড়তে পারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত এই অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো বাতাস। এই পরিস্থিতিতে জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫টি বাঘের হানা মধ্যপ্রদেশে, সতর্কতা জারি

মুরেইনা, ১৫ জুন: আবারও কুনো জাতীয় উদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বাঘের দল। রবিবার সকালে ৫টি বাঘ মধ্যপ্রদেশের মুরেইনা জেলার জৌরা এলাকায় পাগারা বাঁধের কাছাকাছি রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। খবর পেয়েই বন দপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে নজরদারি শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও আক্রমণের খবর নেই, তবে স্থানীয়রা আতঙ্কে রয়েছে। বন দপ্তর সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। একা মাঠে না যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত ৬

কন্ডাগাঁও, ১৫ জুন: ছত্তিশগড়ে রাতের অন্ধকারে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনায় মারা গেলেন দুই মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে ছত্তিশগড়ের কন্ডাগাঁও জেলার ভুমকা গ্রামের কাছে। দুর্ঘটনায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত আরও ৬ জন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে একটি দ্রুতগতির যাত্রিবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। গাড়িটিতে মোট ১৮ জন যাত্রী ছিলেন, যঁরা মহপাল থেকে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দু'জন মহিলার মৃত্যু হয় এবং ছ'জন গুরুতর আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

'ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্নেহের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে সাইপ্রাসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য ভারত সদাসচেষ্ট থাকবে' - সাইপ্রাসে পৌঁছে জানালেন নরেন্দ্র মোদী।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহ হ্রাসের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: আগামী কয়েকদিনে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি হ্রাস পাবে বলে জানা গিয়েছে হাওয়া অফিস সূত্রে। আইএমডি সোমবার গুজরাট, বিদর্ভ, ছত্তিশগড় এবং ওডিশার কিছু অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরও অগ্রগতির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কিছু অংশে রবিবার থেকে আগামী ৩ দিন পরিস্থিতি একইরকম থাকার কথা বলেছে আইএমডি। সোমবার উপকূলীয় কর্নাটক, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্নাটক, কেরল, কোঙ্কন এবং গোয়ায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

নদীতে তলিয়ে মৃত্যু একই পরিবারের ৫ যুবকের

বাসর, ১৫ জুন: তেলেঙ্গানার বাসরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। রবিবার নদীতে স্নান করতে নেমে ডুবে গেলেন একই পরিবারের ৫ জন যুবক। তাঁরা সকলেই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। সরস্বতী দেবীর এই বিখ্যাত তীর্থস্থলে সন্তানদের 'অক্ষরারম্ভ' অর্থাৎ শিক্ষাজীবনের সূচনার জন্য প্রতি বছর বহু পরিবার আসেন। সেই উদ্দেশ্যেই হায়দরাবাদ থেকে তিনটি পরিবার মিলিয়ে মোট ১৮ জন বাসরে এসেছিলেন। কিন্তু পবিত্রতার এই যাত্রা এক কঠিন পরিণতির দিকে মোড় নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার নদীতে স্নানের সময় হঠাৎ ৫ জন যুবক তলিয়ে যান। পরে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতদের নাম রাকেশ, বিনোদ, মদন, ঋতিক ও ভারত। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পিতৃ দিবস উদযাপন...

ফাদার্স ডে'তে স্বর্গীয় বাবাকে মনে করে ছবি শেয়ার করলেন অভিনেত্রী কাজল। ক্যাপশনে হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখলেন, খুব ভালোবাসি তোমায়, প্রতিদিন মিস করি। বাবার সঙ্গে ছবি পোস্ট ফাদার্স ডে উদযাপন করলেন অভিনেত্রী কিয়ারা আডবাণী, সঙ্গে হবু বাবা অর্থাৎ স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকেও শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না।

আরও ৩৬ দেশকে নিষেধাজ্ঞা তালিকায় যুক্ত করার কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন!

ওয়াশিংটন, ১৫ জুন: আরও ৩৬টি দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর আগে ১২টি দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন, আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল আরও সাত দেশের উপর। এরপর আরও ৩৬ টি দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অবৈধ অভিবাসন নীতি নিয়ে উত্তাল গোটা আমেরিকা। রণক্ষেত্র চেহারা নিয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলস। আবারও সেই উত্তেজনায় ঘি ঢাললেন আমেরিকা। নতুন তালিকায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে ২৫টি আফ্রিকান দেশ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া ক্যারিবীয়, মধ্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ অঞ্চলের কয়েকটি দেশ রয়েছে এই তালিকায় বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর। এবিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র জানান, এখনই এবিষয়ে মন্তব্য করা যাবে না, আলোচনা চলছে। অভিবাসন বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোরতা দিন দিন বেড়েই চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য, যে দেশগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চলেছে হোয়াইট হাউস, সেই দেশগুলির রাষ্ট্রদূতের কাছে একটি স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে, যেখানে স্বাক্ষর রয়েছে আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের সচিব মার্কো রুবিওর। তালিকায় থাকায় দেশগুলিকে ৬০ দিন সময় দিয়েছে আমেরিকা। তার মধ্যে তাদের জানাতে হবে যে, আমেরিকার দেওয়া নিষেধাজ্ঞা তারা পালন করবেন কিনা। এছাড়া বুধবার সকাল ৮টার মধ্যে তাদের একটি প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়েছে।

স্মারকলিপিতে নানা অভিযোগের কথা উল্লেখ করা

হয়েছে। যেমন কিছু দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে 'ইহুদি বিদ্বেষী ও আমেরিকাবিরোধী কার্যকলাপ'-এর অভিযোগও তোলা হয়েছে। সম্ভবত, নিষিদ্ধ হওয়া দেশগুলি হল অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বেনিন, ভুটান, বুরকিনা ফাসো, কাবো ভার্দে, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কঙ্গো (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক), জিবুতি, ডোমিনিকা, ইথিওপিয়া, মিশর, গ্যাবন, গাম্বিয়া, ঘানা, আইভরি কোস্ট, কিরগিজস্তান, লাইবেরিয়া, মালাউই, মৌরিতানিয়া, বনুয়াতু, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে, নাইজার, নাইজেরিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সাও টোম ও প্রিন্সিপে, সেনেগাল, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া, তাঞ্জানিয়া, টোঙ্গা, টুভালু, উগান্ডা। এর আগে আফগানিস্তান, মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো (রিপাবলিক), ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেনের নাগরিকদের প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। একই ঘোষণার অধীনে বরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলার ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

নাইজেরিয়ার গ্রামে হত্যালীলা বন্দুকধারীদের, ঘরে আটকে রেখে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

আবুজা, ১৫ জুন: নাইজেরিয়ার উত্তর-মধ্য বেনু রাজ্যে বন্দুকধারীদের নৃশংস হামলা। ঘটনায় কমপক্ষে ১০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে। শনিবার ভোরে নাইজেরিয়ার গুমা অঞ্চলের ইয়েলেওয়াতা গ্রামে এই হত্যালীলা চালায় কিছু বন্দুকধারী। জানা গিয়েছে, ঘটনার হিংস্রতা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। অনেক পরিবারকে তাদের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল এবং জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে, মৃতদেহের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। অ্যামনেস্টি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ঘটনায় কয়েকজন মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন এবং শত শত আহত হয়েছে, ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি কোনও মেডিক্যাল টিম। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে মর্মান্তিক ঘটনার ছবি এবং ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে পুড়ে যাওয়া বাড়ি, পোড়া মৃতদেহ। বেনু রাজ্য পুলিশের মুখপাত্র উদেমে এডেট ইয়েলেওয়াতাতে হওয়া হামলার কথা নিশ্চিত করেছেন। তবে হতাহতের সংখ্যা জানাননি। আমরা এখনও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি বলে এডেট উল্লেখ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঘটনায় জড়িতদের এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

সূত্রের খবর, এই হামলায় মূলত নিশানা করা হয়েছিল কৃষিপালনে যুক্ত মানুষদের। গোটা নাইজেরিয়াজুড়ে এমনিতেই প্রবলভাবে রয়েছে খাদ্য সংকট। তার উপর এত বড় সংখ্যায় কৃষক মৃত্যুর ফলে আগামী দিনে খাদ্য সংকট আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বেনু জেলার স্টেট গভর্নর হায়াসিনথ আলিয়া একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পাঠান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাহায্যে। গভর্নর অফিসের মুখপাত্র এবিষয়ে বলেন, ঘটনাটি খুবই হৃদয়বিদারক। ঘটনায় জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

কনকাকাফ গোল্ড কাপ ২০২৫

উদ্বোধনী ম্যাচে ডোমিনিকান রিপাবলিককে হারাল মেক্সিকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, লস অ্যাঞ্জেলেস: শনিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে ডোমিনিকান রিপাবলিকের বিপক্ষে ৩-২ গোলে জয়ের মাধ্যমে দশম কনকাকাফ গোল্ড কাপের শিরোপা জেতার লক্ষ্যে লড়াই শুরু করেছে মেক্সিকো। সোফি স্টেডিয়ামে ৪৪ মিনিটে কর্নার থেকে আলভারেজ দুর্দান্ত হেডে মেক্সিকোকে এগিয়ে দেন। বিরতির ৩০ সেকেন্ড পর অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার জিমেনেজ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন, সান্তিয়াগো গিমেনেজের থ্রু বল থেকে দক্ষতার সঙ্গে ২-০ শেষ করেন।

তবে ৫১ মিনিটে ডোমিনিকানদের পিটার গঞ্জালেজের এক অসাধারণ ব্যক্তিগত গোল করে ঘাটতি ২-১ এ কমিয়ে আনেন। ফলে এই স্কোর মেক্সিকোর দর্শকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যদিও এই উদ্বেগ ক্ষণস্থায়ী ছিল, কারণ দুই মিনিট পরে সিজার মন্টেস মেক্সিকোর দুই গোলের ব্যবধান ৩-১ করেন।

কিন্তু ৬৭ মিনিটে এডিসন ডোমিনিকান রিপাবলিকের হয়ে ৩-২ ব্যবধান করেন।

মেক্সিকো গোল্ড কাপের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দেশ, যারা ২০২৩ সালে রেকর্ড নবমবারের মতো মধ্য আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের (কনকাকাফ) আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে।

ক্লাব বিশ্বকাপ: প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট হারাল মেসির মায়ামি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্লোরিডা: রবিবার ক্লাব বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ছিল আল আহলি ও মায়ামির। ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করেছে দুটি দল।

ম্যাচের প্রথমার্ধে আধিপত্য করে খেলে মিশরীয় ক্লাব আল আহলি আর দ্বিতীয়ার্ধে নিয়ন্ত্রণ নেয় মায়ামি। দুদলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগিতে শেষ হয়।

ম্যাচের উল্লেখযোগ্য দিক হল আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক অস্কার উস্তারির পেনাল্টি সেভ। তাছাড়া লিওনেল মেসির দুটি শট বাধা পেল গোলবারে। ব্যর্থ হয় ফাফা পিকল্ট ও ম্যাক্সি ফালকনের প্রচেষ্টাও। তাতে আধিপত্য দেখালেও প্রথম ম্যাচে আল আহলির বিপক্ষে পয়েন্ট হারালো ইন্টার মায়ামি।

ক্লাব বিশ্বকাপে মেসিদের পরের ম্যাচ পোর্তোর বিপক্ষে ১৯ জুন। গ্রুপে মেসিদের অন্য প্রতিপক্ষ পালমেইরাস।

শুভমনকে মূল্যবান পরামর্শ দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শুরু হতে হাতে আর মাত্র দিন পাঁচেক। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে এখন রোহিত যুগের অবসর হয়েছে। এই সিরিজে দলের দায়িত্ব পেয়েছেন নবাগত শুভমন। নতুন অধিনায়কের ওপর সবার প্রত্যাশা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সিরিজ শুরুর আগেই তাঁকে নিয়ে যে কোচ গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান অজিত আগরকারের কোনও প্রত্যাশা নেই তা স্পষ্ট করলেন নতুন অধিনায়ক। তবে আচমকাই কেন এমন উক্তি করলেন শুভমন?

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের অধিনায়ক জানান, 'গম্ভীর ভাই এবং অজিত ভাইয়ের সঙ্গে আমার ওপর তাঁদের প্রত্যাশা নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছে। এবং প্রতিবারই যখন আমি আমার প্রত্যাশা নিয়ে তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছি, তখনই তাঁরা একটাই উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, আমার ওপর তাঁদের কোনও প্রত্যাশা নেই। আমার দ্বারা যেটা সম্ভব নয়, সেটা কখনও ওরা দু'জন করতেও বলেন না। কাজেই আমার ওপর কোনও চাপ নেই। ওনারা বলেছেন, তুমি নিজের কাজটা মনযোগ দিয়ে করে যাও। আমিও তাই চেষ্টা করছি

সর্বতোভাবে।'

কোচ ও নির্বাচক কমিটির প্রধানের তাঁর ওপর প্রত্যাশা না থাকলে কি হবে, তাঁর নিজেকে নিয়ে প্রত্যাশা রয়েছে বিস্তর। এবং তা পূরণও করতে চান ভারতীয় দলের অধিনায়ক। এই প্রসঙ্গে পঞ্জাব কা পুত্তর স্পষ্টভাবে বলেন, 'ওদের দু'জনের চাপ আমার ওপর নেই তো কি হয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে নিয়ে কিছু প্রত্যাশা তো অবশ্যই আছে। সেটা আমি পূরণ করতে চাই।'

অধিনায়ক হিসেবে এখনও প্রথম ম্যাচ খেলা হয়নি শুভমনের। তবে মাঠে না নামলে কি হবে, এখন থেকেই পরিকল্পনার ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। শুভমন বলেন, 'শুধু ট্রফি জয় করলেই হবে না। তার সঙ্গে বদল ঘটাতে হবে ড্রেসিংরুমের পরিবেশের। আমার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সাজঘরে নতুন পরিবেশ তৈরি করা। সেখানে সবাই মিলে খুব আনন্দে দিন কাটাবে। কেউ অযথা নিজেকে নিয়ে আতঙ্কিত হবে না। সকলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও পাশাপাশি থাকবে নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যও।'

দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশিষ্টদের অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ১৫ জুন: প্রোটিয়াদের এই জয়ের পর বিশ্বজুড়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যার মধ্যে এবি ডি ভিলিয়ার্স, ডেল স্টেইন, শচীন টেন্ডুলকার এবং ক্রিস গেইলের মতো বিশিষ্টরা রয়েছেন।

এবি ডি ভিলিয়ার্স

অসাধারণ জয়! ম্যাচ জয়ী সেঞ্চুরির জন্য মার্করামকে অভিনন্দন, আর এত বরফ আর আগুন দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য টেম্বাকে অভিনন্দন।

ডেল স্টেইন

এই সুন্দর ফর্ম্যাটের খেলা দেখার অভিজ্ঞতা কী অসাধারণ! জমে ওঠা নাটকীয়তা, ধীরগতির প্রত্যাশা, এবং মিষ্টি জয় সবকিছুই ছিল উপভোগ করার মতো মুহূর্ত এবং আমার ছেলেদের সাফল্যে আমি রোমাঞ্চিত।

শচীন তেন্ডুলকার

শেষ ইনিংসে শান্ত এবং সংযত থাকার জন্য টেন্ডুলকার মার্করাম-বাভুমার প্রশংসা করেছেন। এই জুটি দক্ষিণ আফ্রিকার আশাকে ইতিহাসে পরিণত করেছে।

হার্শেল গিবস

টস থেকেই নিখুঁত পারফর্মেন্সের কথা স্বীকার করেছেন হার্শেল গিবস তখুব ভালো একটা ম্যাচ উপভোগ করলাম। ছেলেদের ধন্যবাদ।

কুমার সাঙ্গাকারা

তুর্দান্ত মার্করাম! টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্দান্ত জয় পেল। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন ছিল। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে অভিনন্দন!

ইয়ান বিশপ

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য একটি গৌরবময় দিন। মার্করামের সাহসহীন সেঞ্চুরি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিল।

ক্রিস গেইল

এটি তার জন্য একটি ক্যারিয়ার-নির্ধারক সেঞ্চুরি, এবং তিনি এতে সত্যিই খুশি হবেন কারণ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের প্রথম বিশ্ব ট্রফি জিততে সাহায্য করেছিলেন।

রঞ্জিতে এবার নতুন নিয়ম ! ঘোষিত ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মরশুমের ঘরোয়া ক্রিকেট সূচি প্রকাশ করল বিসিসিআই। শনিবার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রনজি ট্রফিতে এবার বড় রকমের পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০১৮-১৯ মরশুমে রনজিতে ৯টি দল অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের দল। তবে এই অঞ্চলের দলগুলির পারফরম্যান্স আশানুরূপ না হওয়ায় এবার রনজি ট্রফিতে অবনমন এবং প্রোমোশনের নিয়ম চালু করছে বোর্ড। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্লেট গ্রুপ থেকে দুটি দল অবনমিত হবে এবং দুই দল প্রোমোশন পাবে। শুধু রনজিই নয়, সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে একাধিক দিনের ম্যাচগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর হবে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে লাল বলের সব বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে অবনমন ও প্রোমোশন প্রথা দেখা যাবে। রনজি ট্রফি এবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে অনুষ্ঠিত হবে;প্রথম পর্ব ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর, দ্বিতীয় পর্ব ২২ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি এবং নকআউট রাউন্ড ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। পুরো মরশুম শুরু হবে দলীপ ট্রফি দিয়ে, যা চলবে ২৮ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দলীপ ট্রফি আবার জোনাল ফরম্যাটে ফিরছে। এরপর ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ইরানি ট্রফি। রনজির দুই পর্বের মাঝে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে ২৬ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর। এবার এই ট্রফির নকআউট পর্বেও বদল এসেছে। যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলোকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হবে, প্রতিটি গ্রুপের চারটি দল একে অপরের সঙ্গে খেলবে। দুটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল ফাইনালে মুখোমুখি হবে। হেড টু হেড নিয়মের পরিবর্তে এবার ফল নির্ধারণে গুরুত্ব পাবে নেট রানরেট।

একনজরে ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি

দলীপ ট্রফি ২৮ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর
ইরানি কাপ ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর
রনজি ট্রফি
প্রথম পর্ব ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর
দ্বিতীয় পর্ব ২২ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি
নকআউট পর্ব ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি
সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি ২৬ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর

সবুজ-মেরুন ছেড়ে আশিক কি বেঙ্গালুরুর পথে?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন মরসুমের জন্য এখন থেকেই দল গঠনের কাজে নেমে পড়েছে সব দলই। পিছিয়ে নেই বেঙ্গালুরু এফসিও। এবার তারা হানা দিল মোহনবাগান শিবিরে। মোলিনার দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইঙ্গারের দিকেই নজর পড়েছিল দক্ষিণের দলটির কর্তাদের। ওই ফুটবলার হলেন আশিক কুরুনিয়ান।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে নাকি করলের এই ফুটবলারের সঙ্গে অনেকটাই কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বেঙ্গালুরুর। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতেই আশিক ফিরে যেতে চলেছেন তাঁর পুরনো দলে। আশিককে দলে পাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য দল কথাবার্তা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হটে। যেহেতু বেঙ্গালুরু আশিকের পুরনো দল, সেই কারণে তাকেই বেছে নিয়েছেন এই মালওয়ালি ফুটবলার। তবে এখনও অবধি এই বিষয়ে বেঙ্গালুরু এফসি-র পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। আশিক বাগানের হয়ে গত মরসুমে আইএস-এলর লিগ- শিল্ডের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন খেতাব জয়ী দলের সদস্য ছিলেন। তবে মোহনবাগানে থাকাকালীনই চোটের কবলে পড়ে অনেকটা সময়ই মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছিল এই মালওয়ালি ফুটবলারকে। কিন্তু চোট সারিয়ে দলে ফিরে এলে মোলিনা তাঁকে ইউটিলিটি ফুটবলার হিসেবেই বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করেছিলেন। এদিকে মুম্বই ডিফেন্ডার মেহতাব সিংকে দলে নিতে প্রথম থেকেই আগ্রহ দেখিয়েছিল বাগান ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর অনুযায়ী দুই পক্ষের কথাও এগিয়েছিল অনেকটাই। কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি বাগানের কাছে মেহতাবকে ছাড়তে ৩.৫ কোটি টাকা ট্রান্সফার ফিজ দাবি করে। মোহনবাগানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল ২.৫ কোটি টাকা অবধি তারা মেহতাবের জন্য দিতে রাজি। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত মেহতাবকে নিয়ে মুম্বই বনাম বাগানের টাগ-অফ- লড়াইয়ে কে জয়ী হয়।

সুপার সিক্স নিয়ে আশাবাদী এরিয়ান কোচ রঞ্জন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ময়দানের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব এরিয়ান। কলকাতা লিগে বরাবরই তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে চমক দিয়ে এসেছে এরিয়ান ক্লাব। গত ২২ মে থেকে এই মরশুমের লিগের প্রস্তুতি শুরু করেছে এরিয়ান। কোচের দায়িত্বে রঞ্জন চৌধুরী। এই বছরই নতুন এরিয়ানের দায়িত্ব নিয়েছেন রঞ্জন চৌধুরী। কোচের পাশাপাশি ফুটবলাররাও বেশিরভাগ নতুন মুখ।

নতুন কোচ, ফুটবলারদের নিয়ে লিগে ভালো কিছু করার আশা করছে এরিয়ান। গ্রুপ -বি -তে ডায়মন্ড হারবার ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে রয়েছে এরিয়ান। ২৫-২৬ জনের দলে রয়েছে বেশিরভাগই বাঙালি ফুটবলার। দুইজন মাত্র ভিন রাজ্যের ফুটবলার। পঙ্কজ মৌলা, সফিক আলী গাইন, সাদ্দাম হোসেন মণ্ডল, সুজয় দত্ত, প্রসেনজিৎ পাল, গোলকিপার সংগ্রামজিৎ রায়চৌধুরী ও সুয়াস জয়সওয়ালের মতো খেলোয়াড়েরা রয়েছেন। রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে সহকারী হিসেবে রয়েছেন ভার্গব গুহঠাকুরতা। গোলকিপার কোচের দায়িত্বে বৈশাখী মণ্ডল। লিগের প্রস্তুতি নিয়ে কোচ রঞ্জন চৌধুরী জানালেন, ক্ষ্মদলে সিনিয়র-জুনিয়র সংমিশ্রণ জরুরি। এবারও সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। বাঙালি ছেলের আধিক্য বেশি। ঐতিহাসিক এরিয়ান ক্লাবের দায়িত্ব ভালো ভাবে পালন করার চেষ্টা করব। দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলার চেষ্টা করব। সুপার সিক্সে যাওয়াই লক্ষ্য থাকবে।ক্ষ্ম এরিয়ান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্ট সৌরভ ও সচিব সমর পালের নেতৃত্বে ভালো ফলের আশায় লেসলি ক্লডিয়াস সরণির এই ক্লাব।

ব্যাট হাতে দুরন্ত শতরান করলেন সরফরাজ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ভারতীয় এ দলের হয়ে বেকেনহ্যামের কেন্ট কাউন্টি ক্রিকেট আন্তঃদলীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে দুরন্ত শতরান করলেন সরফরাজ খান। মাত্র ৭৬টি বল খেলে নিজের শতরান পূর্ণ করে অপরাজিতও থাকলেন তিনি। তাঁর এই শতরান ছিল যেন নির্বাচকদের প্রতি যাবতীয় বঞ্চনার প্রতীক।

চলতি মাসের ২০ তারিখ থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই টেস্ট দলে জাতীয় দলে ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন সরফরাজ। ভারতীয় দলের ব্যাটারের প্রতিটি শটই যেন বলে দিচ্ছিল। তাঁকে জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়াটা কতটা ভুল সিদ্ধান্ত নির্বাচকদের। সরফরাজের এই ইনিংস সাজানো ছিল ১৫টি চার ও দুটি ছয়ের সাহায্যে।

প্রথম দিনের ম্যাচে শুভমন ও কেএল রাহুলকে যেমন ছন্দে দেখা গেল, তেমনই ক্রিজে এসে যেন সরফরাজ যেন নিজেকে মেলে ধরলেন পুরনো ছন্দে। এর আগেও তাঁকে প্রথম ম্যাচেও একইভাবে জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল। সেবার সরফরাজের ব্যাট থেকে সেঞ্চুরি আসেনি অল্পের জন্য। মাত্র ৯২ রানেই তাঁকে থামতে হয়েছিল। কিন্তু এবার সেই আশা পূরণ করে ফেললেন এই মুম্বই ব্যাটার।

সরফরাজ ভারতের হয়ে মোট ছটি টেস্ট খেলেছেন। তার মোট রান ৩৭১। গড় ৩৭.১০। তবে তাঁর স্মরণীয় ইনিংস গত বছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছিলেন তিনি। সেবার কিউয়িদের বিপক্ষে ১৫০ রান করেছিলেন সরফরাজ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**